লা রোশফুকোর

মাক্সিম

অনুবাদ : চিন্ময় গুহ

BanglaBook.org

এই আশ্চর্য বইটি (১৬৬৫) পড়তে পড়তে একুশ শতকের মানুষকে যা স্তম্ভিত করে দেয় তা এর অমোঘ আধুনিকতা। সময়ের ঢেউকে অতিক্রম করে আবহমান মানুষের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এ এক যন্ত্রণাক্ত, নির্জন তপশ্চর্যা, সাড়ে তিনশ বছর পরেও যার মূল্য এতটুকু কমেনি।

ভলতের এই বইয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সেই শিল্পগুণ যা ফ্রান্সের রুচি তৈরিতে সাহায্য করেছে, ফরাসি মনকে শিখিয়েছে পরিমিতি। শুধু লা ফঁতেন, রুসো, গ্যোয়েটে, কান্ট, শোপেনহাওয়ার, নীৎসে বা আঁদ্রে জিদ নয়, এই অন্তর্দৃষ্টিময় সজীব ও সুষম বাক্যগুলি যুগে যুগে সাধারণ মানুষকেও আলোকিত করেছে।

অনেকের মতে, এটি চিন্ময় গুহ-র শ্রেষ্ঠ অনুবাদ কর্ম।

‘সত্যিকারের প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব মিল আছে। সকলেই ওদুটোর কথা বলে, কিন্তু প্রায় কেউই দেখেনি।’

‘স্বার্থান্বেষীরা সব ভাষায় কথা বলতে পারে, সব ধরনের লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, এমনকী উদাসীন লোকের ভূমিকায়।’

লা রোশফুকো (১৬১৩-১৬৮০)-র খ্যাতি পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরালিস্ট হিসেবে। এই জীবনদ্রষ্টাকে অনেকে ইউরোপের 'প্রথম ক্লাসিক মনস্তাত্ত্বিক' বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে রাজপুরুষ ও সেনাপতি।

অনুবাদক চিন্ময় গুহ (জ. ১৯৫৮) পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কয়েক বছর হল 'দেশ' পত্রিকার একটি বিভাগের সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত।

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসিবিদ হিসেবে সমধিক পরিচিত। দিল্লির ফরাসি দূতাবাসের প্রাক্তন প্রকাশনা-অধিকর্তা, আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে ফরাসি ভাষার অধ্যাপনা করেছেন এক দশকের বেশি।

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বারো। টি এস এলিয়ট সম্পর্কিত গ্রন্থটি সারা বিশ্বে সমাদৃত। একই সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা ও ফরাসিতে লিখে থাকেন।

লা রোশফুকোর

মাক্সিম

ফরাসি থেকে অনুবাদ

চিন্ময় গুহ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

MAXIMES
REFLEXIONS OU SENTENCES ET MAXIMES MORALES
Translated from original French into Bengali
by Chinmoy Guha
Published by Sudhangshusekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Kolkata 700 073
Phone 2241 2330, 2219 7920 Fax (033) 2219 2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
Rs. 50.00

ISBN-81-295-0775-7

© সুরঙ্গমা গুহ

প্রথম প্রকাশ ১৯৯০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯৭
প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৭ মাঘ ১৪১৩

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দাম : ৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অরুণ মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দে'জ সংস্করণের ভূমিকা

আমার সাহিত্যরসিক বাবার কাছে প্রথম এই বইয়ের কথা শুনি। মনে আছে ১৯৮৯ সালে প্রথম বার ফ্রান্সে গিয়ে তড়িঘড়ি মূল ফরাসি সংস্করণটি সংগ্রহ করেছিলাম। পরের বছর এই বাংলা অনুবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সময় কল্পনাও করতে পারিনি, বিদ্বজ্জন থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সব শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকেই এতটা সাড়া পাওয়া যাবে!

প্রামাণ্য দুটি ফরাসি সংস্করণের (গালিমার ও গার্নিয়ে ফ্লামারিয়ঁ) সঙ্গে মিলিয়ে এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এবার এই দে'জ সংস্করণের শুভ মুহূর্তে যাঁর প্রতি নানা সুপরামর্শের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, তিনি শ্রীস্বপন মজুমদার।

দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীশুভঙ্কর দে-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসেম্বর ২০০৬ চিন্ময় গুহ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ফরাসিতে লা রোশফুকোর 'নির্দয়' (টি. এস. এলিয়টের ভাষায়) মাক্সিমগুলি পড়ে মনে হয়েছিল এগুলি বাংলায় অনূদিত হওয়া উচিত। প্রধানত উন্নাসিক পণ্ডিতদের কাছে পরিচিত হলেও এই উক্তিগুলি তো সর্বসাধারণের জন্য।

'মাক্সিম' *(Maximes)* গ্রন্থটি (পুরো নাম *Réfléxions ou Sentences et Maximes morales)* প্রকাশিত হওয়ার ৩২৫ বছর পরে বর্তমান অনুবাদ-সংকলনটি প্রস্তুত করার সময় কিছুটা চয়ন আমাদের করতেই হয়েছে, যাতে শ্রেষ্ঠ ও যুগোত্তীর্ণ উক্তিগুলি হারিয়ে না যায়। 'বর্জিত মাক্সিম'-গুলিও *(Maximes Supprimées)* এখানে অনুপস্থিত, কারণ লা রোশফুকো নিজেই সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত মাক্সিমগুলি (যা *Maximes Posthumes* বা 'মরণোত্তর মাক্সিম' নামে খ্যাত) থেকে কিছু নির্বাচিত উক্তি এখনে সন্নিবিষ্ট করা হল।

কখনো কখনো কয়েকটি ফরাসি শব্দের তাৎপর্য বাংলায় ফুটিয়ে তোলা দুরূহ মনে হয়েছে। যেমন 'Vertu' বলতে সব সময় 'পুণ্য' বোঝানো হয়নি, কাজেই অন্য শব্দ (গুণ বা সদ্‌গুণ) ব্যবহার করতে হয়েছে।

সূচক প্রবন্ধটি লেখার ব্যাপারে আমাকে নানা ফরাসি ভাষ্যকার ও সমালোচকের মতামতের সাহায্য নিতে হয়েছে; এঁদের মধ্যে জাক ক্র্যাশে, পিয়ের ক্লারাক, জাক ব্রস ও ওদেৎ দ্য মুর্‌গের নাম

উল্লেখযোগ্য। পাসকালের একটি উদ্ধৃতিতে (পৃ-১৭) আমি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বাংলা ভাষান্তর ব্যবহার করেছি (জীবনানন্দ, প্রমা, পৃ ৫৯)।

অনুবাদের সময় নানা সমস্যা নিয়ে বারবার ছুটতে হয়েছে কবি অরুণ মিত্রের কাছে। বেশ কয়েকটি মাক্সিমের অনুবাদে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বইপত্র দিয়ে উপকার করেছেন আমার অন্যতম কর্মস্থল আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের পরিচালক মিশেল কারিয়ের। প্রতি পদক্ষেপে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অনসূয়া গুহ, সহ-অনুবাদক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হলেও বলার কিছু থাকত না।

কলকাতা-১৯ চিন্ময় গুহ

নভেম্বর ১৯৯০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচি

আবহ ও অন্তস্পট ১৩
মাক্সিম ২৫
লেখকের জীবৎকালে অপ্রকাশিত মাক্সিম ৭২
যে মাক্সিমগুলি অনূদিত হল ৭৭
সেই সময়: ফরাসি সাহিত্যে ক্লাসিসিজ্‌মের যুগ ৭৯
নির্দেশিকা ৮৪

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আবহ ও অন্তস্পট

লা রোশফুকোর 'মাক্সিম'গুলি পড়তে গিয়ে বিশ শতকের মানুষকে যা স্তম্ভিত করে দেয় তা হল এগুলির অমোঘ আধুনিকতা। সময়ের ঢেউকে অতিক্রম করে আবহমান মানুষের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এ এক যন্ত্রণাক্ত, নির্জন তপশ্চর্যা, যার মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা আজ তিনশ বছর পরেও এতটুকু কমেনি। এত তীব্র মনঃসংযোগ দিয়ে, অথচ এরকম নিরাবেগ স্বচ্ছতায়, এই কাজ বিশ্বসাহিত্য ইতিহাসে আর খুব বেশি কেউ করে যেতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ!

ভলতের, যিনি বিশ্বাস করতেন ইচ্ছে করলে 'ছোটো ছোটো কুড়ি পয়সার বই' দিয়ে বিপ্লব ঘটানো যায়, 'মাক্সিম' পড়ে লিখেছিলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি বইটি পড়ে ফেললাম। তিনি অভ্যাস করালেন চিন্তা করতে, এবং ভাবনাচিন্তাগুলিতে এক সজীব, সুষম ও সংক্ষিপ্ত বাগ্‌বন্ধে ধরে রাখতে। এই গুণ ইউরোপে রেনেসাঁসের পর তাঁর আগে আর কারুর ছিল না।' এই চটি বইটির মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেই শিল্পগুণ যা ফ্রান্সের রুচি তৈরিতে সাহায্য করেছে, ফরাসি মনকে পরিমিতি (précision) ও যাথার্থ্য (justesse)।

১৬৬৫ সালে 'মাক্সিম'-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লা রোশফুকো লিখেছিলেন, 'এ হল মনুষ্যহৃদয়ের এক আলেখ্য। এগুলি সবাইকে খুশি করবে না কারণ, এগুলি বড় বেশি বাস্তব, এগুলি তত তোষামুদে নয়।' আমরা অনুমান করতে পারি গ্রন্থটি তৎকালীন পাঠককে কতখানি সচকিত করে দিয়েছিল। লা রোশফুকোর বান্ধবী ও ফরাসিতে প্রথম উপন্যাস-রচয়িত্রী মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ স্বতঃস্ফূর্ত

BanglaBook.org

ভাবে মাদাম দ্য সাব্‌লেকে লিখেছিলেন, 'কতখানি নীচ হলে এ-সমস্ত জিনিস মাথায় আসতে পারে!' ত্রয়োদশ লুই-এর প্রাক্তন প্রেমিকা মাদামোয়াজেল দ্য ওতফর নাকি বলে ওঠেন, 'বই পড়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে পাপপুণ্য বলে কিছু নেই!' তাঁর বিখ্যাত সমসাময়িক লা ফঁতেনের মতে, এই মাক্সিমগুলি যেন 'মনুষ্যচরিত্রের এক অস্বস্তিকর আয়না, যার থেকে দূরে থাকা যায় না।' লা রোশফুকোকে উৎসর্গীকৃত একটি কবিতায় ('খরগোশ', *Fables X*, ১৬৭৯) লা ফঁতেন স্বীকার করেন যে তিনি তাঁকে নীতিগুলো লেখার মালমশলা সরবরাহ করেছেন। সতীর্থ লা ব্রুইয়ের—যাঁর ১৬৮৮ সালে প্রকাশিত *Les Caractères* মাক্সিমের কথা মনে পড়ায়—লা রোশফুকোর গ্রন্থের ধার ও ঝাঁঝের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। এক শতাব্দী পরে রুসো তাঁর *La Nouvelle Héloise*-এ জ্যুলিকে লেখা একটি চিঠিতে ২০৬ নং মাক্সিম ('বাড়াবাড়ি রকমের ভালবাসার চেয়ে লোকে ঘৃণাও বেশি পছন্দ করে') উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'এই দুঃখের বইটির আস্বাদ ভালো মানুষেরা নেবে না।' আর ফ্রান্সের বাইরে? আঠেরো শতকের ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ এগুলিকে 'witty lies' বলে গাল দিলেও তাঁর *Essay on Man*-এ লা রোশফুকোর উক্তি ব্যবহার না করে পারেননি। শোনা যায়, তাঁর ছাত্রদের কাছে লা রোশফুকোর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিতেন এমানুয়েল কান্ট, গ্যোয়েটের সংগ্রহে মাক্সিম ছিল (মাক্স হেবারের ধারণা, সেই কারণেই 'মাক্সিম' শব্দটি তাঁর অন্যতম প্রিয় শব্দে পরিণত হয়), শোপেনহাওয়ার লা রোশফুকোর মন্তব্যগুলিকে— তাঁর ভাষায় 'Bemerkungen'—'আধুনিকতম' বলে অভিহিত করেন। আর নীৎসে মনে করেছেন লা রোশফুকো মনোবিশ্লেষণের সেই গুরু, যিনি অন্ধকারেও লক্ষ্যভেদ করতে পারেন। গোড়ায় আঁদ্রে জিদের আত্মাভিমান-সম্পর্কিত উক্তিগুলি ভালো লাগেনি। পরে তিনি মত বদলান। তাঁরও মনে হয়েছিল, 'মন্তব্যগুলি আমাদের একটুও শান্তি দেয় না।' তাঁর *Faux-Monnayeurs*

BanglaBook.org

উপন্যাসের এদুয়ারের মতো জিদও বেড়াতে গেলে এক কপি 'মাক্সিম' সঙ্গে রাখতেন। লা রোশফুকো ফ্রান্সের আধুনিক সমালোচক ও তাত্ত্বিকদের মধ্যেও রলাঁ বার্ত থেকে শুরু করে জাঁ স্ত্রারোবিনস্কি পর্যন্ত কাউকে সুস্থির থাকতে দেননি।

বোঝা যায়, সমকালীনদের যা প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছিল তা হল মানুষ ও তার সমাজ সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টি। কর্ণেই-এর ট্র্যাজেডি মানুষের যে আদর্শ মূর্তি তৈরি করতে পেরেছিল, তরুণ রাজার উজ্জ্বল গরিমা যাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা বেদী থেকে ভেঙে পড়ল। একজন রাজপুরুষের পক্ষে এটা এক অভাবনীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করা হয়েছিল।

আর রাজপুরুষটি? পনেরো বছর বয়স থেকে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যভিচার আর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা রাজপুরুষটি তখন হতাশ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, কম কথা বলেন, হঠাৎ হঠাৎ দার্শনিক বাক্য ছুঁড়ে মারেন। ক্রমশ বার্ধক্য, পঙ্গুতা, দৃষ্টিহীনতা ও পুত্রশোক তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রেমে ও জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজিত মানুষটি তখন ভীষণ তিক্ত। অথচ সেই তিক্ততার ঝাঁঝ তাঁর মন্তব্যগুলিকে দিয়েছে এমন এক গভীর সত্যমূল্য, যা সেগুলির সাফল্যের এক প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে মঁতেঞের সঙ্গে তাঁর মিলের কথা উল্লেখ করা দরকার। দুজনেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সমান নির্ভীকভাবে মানবাবস্থার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে লা রোশফুকোর খ্যাতি দার্শনিক হিসেবে নয়, 'মরালিস্ত' (moraliste) হিসেবে। মরালিস্ত শব্দটির ফরাসি ব্যুৎপত্তি মানবাবস্থা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলির তাৎপর্যকে স্বভাবতই কিছুটা সীমাবদ্ধ করে দেয়। মরালিস্ত অর্থে নীতিবাগীশ, moralisateur নয়, নীতিগ্রন্থ হলে সম্ভবত আজ আর এই বই কেউ খুলে দেখত না। কিন্তু এ তো একেবারেই তা নয়। এগুলিকে বরঞ্চ উপলব্ধি বা প্রস্তাব বললে ঠিক হয়। সপ্তদশ শতকের মরালিস্তরা

BanglaBook.org

কেউই বর্তমান অর্থে নীতিবিশারদ পণ্ডিতমশায় ছিলেন না, বরং তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ববিদ বলা চলতে পারে। আকাদেমির অভিধানের (*Dictionnaire de l'Academie*) প্রথম সংস্করণে morale শব্দটির ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছিল 'স্বাভাবিক অথবা অর্জিত অভ্যাস, প্রবৃত্তি, রীতি, প্রথা, ধাত, ঝোঁক, জীবনযাত্রার ধরন', যা অবশ্যই 'বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের।' অর্থাৎ একজন মরালিস্ত কোনো নৈতিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান না, তিনি শুধু মানুষকে, মানুষের প্রকৃতিকে 'অধ্যয়ন' করতে চান (লা রোশফুকোর একটি মাক্সিমে আছে 'বই-এর চেয়ে মানুষকে পাঠ করা অনেক বেশি জরুরি')। অবশ্য, প্রসঙ্গক্রমে নৈতিকতার কথা এসে পড়তে পারে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ মূলত অ-ধার্মিক, নন্‌মেটাফিজিকাল। ফলে, শেষপর্যন্ত, দার্শনিকতার প্রচলিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র এক অভিক্ষেপ তৈরি হয়। এটি ফরাসি ক্লাসিসিজমের একটি বিশেষ দিক। আমরা লক্ষ করি যে, ফ্রান্সে তখন দুটি ধারাই পাশাপাশি বহমান একদিকে পাসকাল বা বস্যুয়ের মতো ধর্মবিশেষজ্ঞ দার্শনিক, অন্যদিকে মলিয়ের বা রাসিনের নাটক, মাদাম দ্য লাফাইয়েতের উপন্যাস *La Princesse de Clèves* বা লা ফঁতেনের *Fables*, যা শুধুমাত্র মানুষ ও তার সমাজের কথাই বলে, কোনো অধ্যাত্মবাদের চিহ্নও সেখানে নেই। হয়তো এই কারণেই কোনো কোনো ভাষ্যকার লা রোশফুকোকে 'প্রথম ক্লাসিক মনস্তাত্ত্বিক' (premier psychologue classique) বলে অভিহিত করেছেন।

কারুর কারুর মতে, ম্যাকিয়াভেলি-কথিত virtu ও লা রোশফুকো-প্রশংসিত সদ্‌গুণের মধ্যে মিল আছে। মানব-প্রকৃতির ক্ষমতালিপ্সা ও অর্থলোলুপতার পাশাপাশি মিথ্যা ও প্রতারণাকে তার মজ্জাগত চারিত্র্য হিসেবে মেনে নিয়ে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী নৈতিক বচন (discourse)-কে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এক বিপজ্জনক পৃথিবীতে সফল হওয়ার রাস্তা বাতলানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও লা রোশফুকোকে

BanglaBook.org

চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন ('মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত')। কিন্তু এই ভ্রান্ত পাঠকে গ্রহণ করলে মাক্সিমের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করা হয়। মানবজাতিকে বিশ্বাস করে ঠকেছিলেন বলে লা রোশফুকো চেয়েছিলেন মানুষের মুখোশ খুলে দিতে, যা কিছু আপাতদৃশ্য তাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে, যুক্তি ও নীতির আড়ালে গূঢ় কারণগুলির ওপর আলোকপাত করতে। তিনি যেন এক সদা-অবিশ্বাসী démystificateur, মানুষের প্রকৃত সত্তা ও কৃত্রিম মুখচ্ছবির স্ববিরোধকে উদ্ঘাটন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শুধু কর্ণেই-কর্তিত নায়ক নয়, সপ্তদশ শতকের সভা-চাটুকার থেকে শুরু করে সামাজিকভাবে কল্কে পাওয়া মহৎ ব্যক্তিটির পর্যন্ত চিন্তাপদ্ধতিকে বিনির্মাণ করে লা রোশফুকো এক আপসহীন জীবনবাদিতার উদাহরণ রেখে গেছেন।

কেউ কেউ অবশ্য এমনও মনে করেন যে, পাসকাল ও অন্যান্য খ্রিস্টিয় চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর মিল এখানেই যে তিনিও মানুষের দুর্বলতা ও নিদারুণ দুর্দশার (পাসকালের ভাষায়, 'কী হেঁয়ালিময় অসারত্বের সমবায় মানুষ!') কথা বলেছেন, যা নাকি মানুষের ঈশ্বর-নির্ভরতাকে অনিবার্য করে তোলে। ফলে ফরাসি 'মরালিস্ত' শব্দটি তার আধুনিক ইংরেজি প্রতিশব্দের কাছাকাছি চলে আসতে পারে। সমালোচক এমঁর মতে, 'পাসকাল আমাদের বিষণ্ণ করেন, বিদ্রোহী করে তোলেন, কিন্তু নিরাশ করেন না...কারণ ওষুধ তো তাঁর হাতের কাছেই আছে, তিনি তা দেবেন। লা রোশফুকোর ক্রোধ তাঁর চেয়ে কিছুটা কম, কিন্তু বিদ্বেষ আরো বেশি। তিনি অভিযোগ করেন, ধিক্কার দেন নাছোড়বান্দার মতো নিষ্ঠুরভাবে আমাদের সার্বজনীন দুর্দশাকে নগ্ন করে তোলেন।' রবের কাঁতেরসের মতো বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের দুটি ভিন্ন প্রজাতির লোক বলে মনে করলেও অন্তত একজন সমালোচক এলিফাস ল্যভি তো পাসকাল ও লা রোশফুকোকে একই অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। আবার অনেকের মতে, তাঁর ওপর এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম, অগাস্টিয়ানিজ্‌ম ও জানসেনিজ্‌মের প্রভাব

BanglaBook.org

থাকতে পারে। ১৬৬৫ সালে *Journal des Savants*-এ লা রোশফুকোর বান্ধবী জানসেনাইট মাদাম দ্য সাব্‌লে লিখেছিলেন, এই অত্যন্ত 'কাজের' (fort utile) বইটি প্রমাণ করে খ্রিস্টধর্ম ছাড়া জগতের কোনো ভাল হওয়া সম্ভব নয়।

মোট কথা, লা রোশফুকোর চিন্তাধারার ওপর ধার্মিকতা আরোপ করার একটা চেষ্টা প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু এই ধার্মিকতার কোনো বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা লক্ষ করছি, ১৬৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর জীবিতাবস্থার শেষ সংস্করণে একবারও কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ লা রোশফুকো ঈশ্বরকে অস্বীকার করেননি, তিনি তাঁকে বেমালুম বাদ দিয়েছেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে পাঁচ-ছ জায়গায় আদিম পাপ ও ঈশ্বরের ভূমিকার উল্লেখ থাকলেও তিনি সেগুলিকে শেষ পর্যন্ত বর্জন করেন। তাঁর প্রতিটি সংস্করণে এক সচেতন laïcisation (ভাষ্যকার পল বেনিশু-র উক্তি) বা ধর্মনিরপেক্ষীকরণের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। যেন তিনি জোর করে ধর্মের সমস্ত সম্ভাব্য অনুষঙ্গ মুছে ফেলতে চান। সম্ভবত তিনি দার্শনিক বা ধার্মিক জটিলতা এনে ফেলে মানবচরিত্রের বিশ্লেষণকে ঘোলাটে করে তুলতে চাননি। হয়তো এই বিধ্বস্ত ও তিক্ত মানুষটি তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়েছিলেন। অন্তত এই একটি বৈশিষ্ট্যই তাঁকে অনায়াসে আমাদের সমকালীন করে তোলে।

১৬১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে এক সুপ্রাচীন পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রথমে তাঁর উপাধি ছিল 'মারসিয়াকের রাজকুমার' (le prince de Marcillac)। ১৬৫০ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তিনি লা রোশফুকোর ডিউকের উপাধি পান। পনেরো বছর বয়সে আঁদ্রে দ্য ভিভনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আটটি সন্তানের জন্ম দিলেও এই নারী লা রোশফুকোর জীবনে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তিরিশের দশকে রাজসভার কুটিল পরিবেশে

BanglaBook.org

অনুপ্রবেশ। একদিকে লাজুক, চিন্তামগ্ন, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়; অন্যদিকে ষড়যন্ত্রপ্রিয়, উচ্চাভিলাষী। কার্দিনাল রিশলিউর মতো প্রভাবশালী ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই ছিলেন দুর্বলদের দলে। ত্রয়োদশ লুই-এর রাজসভার ঘূর্ণাবর্তে তিনি স্বভাবতই লাঞ্ছিত রানী আন্ দোত্রিশের অনুগত ছিলেন। ১৬৩৭ সালে নাকি তিনি তাঁকে নিয়ে ব্রাসেল্‌সে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের জন্য তিনি প্রথমে বাস্তীইতে কারারুদ্ধ ও পরে ভের্তই-এ নির্বাসিত হন। ১৬৪২ সালে কার্দিনাল ও ৪৩-এ রাজার মৃত্যুর পর অবস্থার আরো অবনতি হয়। নতুন মন্ত্রী মাজার‍্যাঁ ছিলেন নীচ ও চতুর। তাঁর আমলে যে গৃহযুদ্ধ বাধে তা লা ফ্রঁদ (la Fronde) নামে পরিচিত। লা রোশফুকো তাতেও জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি চলতে থাকে দ্যুশেস দ্য লঁগভিলের সঙ্গে দুরন্ত প্রেম। শেষ পর্যন্ত, পশ্চিম ফ্রান্সের ভের্তই-এ তাঁর প্রাসাদে লুঠতরাজ করা হয়, রাজার সৈন্যরা তাঁর বাড়িটি প্রায় ধ্বংস করে ফেলে। আহত, পর্যুদস্ত, কারারুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় ত্রস্ত না রোশফুকো ১৮৫৬ সালের আগে পারীতে ফিরে আসতে পারেননি।

কয়েক বছরের মধ্যে আশাহত, অবসন্ন ও শারীরিকভাবে খর্ব মানুষটি বুঝতে পেরেছিলেন সামরিক গরিমা এক বিভ্রান্তি, রাজনীতি ফন্দিবাজদের খোঁয়াড়, ধর্ম কাপট্য বা পলায়ন, প্রেম মানে প্রতারণা এবং মানুষের ব্যবহারের আড়ালে তার আত্মাভিমান। এই তিক্ত সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন গুরভিল নামে এক বন্ধু। সম্ভবত এই কারণেই তিনি বন্ধুত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারাননি। এই সময় প্রকাশিত (১৬৫৯) একটি আত্মপ্রতিকৃতি তাঁর মনকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য করে। তিনি লিখেছেন: 'আমার ধীশক্তি আছে, সেকথা বলতে দ্বিধাবোধ করি না, ন্যাকামি করে কী হবে!...সুতরাং আবার বলি, আমার ধীশক্তি আছে, কিন্তু মনে ছেয়ে থাকে বিষণ্ণতা। কারণ যদিও আমি আমার ভাষাটা ভালই আয়ত্ত করেছি, স্মৃতিশক্তিও মোটামুটি

BanglaBook.org

প্রখর, চিন্তাও খুব অগোছালো নয়, আমার গভীর বিষণ্ণতার জন্য প্রায়ই যা বলতে চাই বলা হয়ে ওঠে না।' তিনি জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় জিনিস ছিল বই পড়া ও বিশেষ করে বুদ্ধিমান লোকেদের তা পড়ে শোনানো, কারণ 'তা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করে।' বুদ্ধিমান লোকেদের কথোপকথন তাঁকে গভীর আনন্দ দিত। লা রোশফুকো দুঃখ করেছেন যে তিনি যে কোনো ব্যাপারে খোলাখুলি মতামত দিতে ভালবাসতেন। নিজের অভিমতকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে, প্রতিপক্ষের অবিচারের বিরুদ্ধে যুক্তির সপক্ষে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি নিজেই যুক্তিহীন হয়ে পড়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন তাঁর উচ্চাশা ছিল না, রাগ বা ঘৃণা পোষণ করতেন না, যদিও কেউ অপমান করলে প্রতিশোধ নিতেও মোটেই অরাজী ছিলেন না। কোনো কিছুকেই ভয় পেতেন না, মৃত্যুকেও নয়। সহানুভূতি পছন্দ করতেন না। নিজের ক্ষতি করেও বন্ধুদের ভালবাসতেন। তাদের 'নিকৃষ্ট রসিকতা' ধৈর্য ধরে সহ্য করতেন ও সহজে ক্ষমা করতেন, কিন্তু কিছুতেই আদিখ্যেতা করতেন না বা তাদের অনুপস্থিতিতে দুঃখ পেতেন না। মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা এইরকম 'আমি মেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করি, এমন কিছু বলি না যাতে তারা কষ্ট পায়। বুদ্ধিমতী মেয়েদের কথাবার্তা আমি পুরুষদের চেয়ে বেশি পছন্দ করি, তাদের মধ্যে এমন একটা নম্রতা রয়েছে যা পুরুষদের থাকে না। আর এ ছাড়াও আমার মনে হয়েছে মেয়েরা আরো পরিষ্কার করে বিষয়টা বোঝাতে পারে, আরো চমৎকারভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে।...প্রেমিক? তা এককালে একটু ছিলাম বটে, এখন আর নই, যতই কম আমার বয়স হোক (ঐসময় তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়)। পুষ্পনিবেদন আমি ছেড়ে দিয়েছি। দেখে অবাক লাগে যে এত বেশি সংখ্যক লোক আজও এই কাজে লিপ্ত। আমি তাদের এই সুন্দর আবেগকে প্রবলভাবে সমর্থন করি, ওটা বড় মনের পরিচয়, আর যত উদ্বেগই এর থেকে আসুক

BanglaBook.org

না কেন, এতে এমন কিছু আছে যা সহজেই সদ্‌গুণের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, যাকে নিন্দে করা আমার মতে উচিত হবে না। প্রেমের মহৎ ভাবাবেগের মধ্যে যা কিছু সূক্ষ্ম আর শক্তিশালী তাকে চিনেছি আমি, কিন্তু আমি যেরকম, মনে হয় না এই জ্ঞান কখনো আমায় যুক্তি থেকে সরে যেতে দেবে।'

তাঁর সমসাময়িক কার্দিনাল দ্য রেৎসের মতে, লা রোশফুকোর মধ্যে 'কী যেন একটা ব্যাপার ছিল।' 'তিনি কোনো কিছুই করে উঠতে পারতেন না...সৈনিক হয়েও সৈনিক ছিলেন না, সভাসদ হয়েও সভাসদ নন।' কার্দিনাল দ্য রেৎস তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত স্বভাবের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারেননি। সম্ভবত তাঁর গভীরতাকে উপলব্ধি করা রেৎসের ক্ষমতার অতীত ছিল।

চরম নৈরাশ্যের মুহূর্তে কর্মহীনতা, উদ্বেগ আর অসুস্থতাকে ভুলতে লা রোশফুকো প্রথমে তাঁর স্মৃতিকথা (*Mémoires,* ১৬৬২ সালে ব্রাসেল্‌সে গুপ্তভাবে প্রকাশিত) ও পরে মাক্সিমগুলি লিখতে শুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'মাক্সিম' বলতে বোঝাত মানবচরিত্র সম্পর্কে এক ধরনের অতি সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছ, সুসংবদ্ধ প্রবাদপ্রতিম বাক্য—যার বৈশিষ্ট্য ছিল তার আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় শব্দবিন্যাস। এটি ছিল তৎকালীন শিক্ষিত অভিজাত সমাজের এক প্রিয় অবসর-বিনোদন; ফরাসি সালোঁগুলিতে তা যৌথভাবে নির্মিত ও পরিমার্জিত হত। মনে হয়, প্রথম দিকে মাক্সিম রচনার ব্যাপারটি ছিল শুধুই এক খেলা, যাতে লা রোশফুকোর সঙ্গী ছিলেন মার্কিজ দ্য সাব্‌লে ও জাক এসপ্রি। এঁরা মাদাম দ্য সাব্‌লের বাড়ির বৈঠকে মিলিত হয়ে এ-বিষয়ে আলোচনা করতেন, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের মতামতও নেওয়া হত। নির্মীয়মান মাক্সিমগুলির কথা বলতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় 'আমাদের বই' (notre volume) বলে উল্লেখ করতেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে লা রোশফুকোর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থের উপর এঁদের দুজনের প্রভাব কম নয়। কিছুদিনের মধ্যে পাণ্ডুলিপিটির বেশ কয়েকটি নকল বেরিয়ে

BanglaBook.org

যায়। ১৬৬৪ সালের গোড়ায় হল্যান্ডে অসংখ্য ছাপার ভুলসহ একটি বেআইনি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। অবশ্য মারত্যাঁ-শোফিয়ে ও জাঁ মার্শাঁর মতো পণ্ডিতেরা মনে করেছেন যে এতে লেখকের হাত থাকা অসম্ভব নয়: তিনি হয়তো পাঠকদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, লা রোশফুকো শেষ পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে বইটি প্রকাশ করার কথা ভাবেন। ঐ বছরই ২৭ অক্টোবর বইটি ছাপা শেষ হয়, কিন্তু বইতে তারিখ দেওয়া হয় ১৬৬৫।

প্রথম সংস্করণে ৩৭১টি মাক্সিম সংকলিত হয়। পরে প্রতিটি সংস্করণে নতুন উক্তি যোগ করা হয়। বইটির আরো চারটি সংস্করণ হয় ১৬৬৬, ১৬৭১, ১৬৭৫ ও ১৬৭৮ সালে। ৫০৪টি মাক্সিম সংবলিত পঞ্চম সংস্করণটিই তাঁর জীবিতাবস্থার শেষ সংস্করণ, কাজেই এটিকেই প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রায় প্রত্যেকবারই কিছু কিছু উক্তি বর্জিত হয় (দ্বিতীয় সংস্করণে ষাটটি, তৃতীয় সংস্করণে একটি, চতুর্থ সংস্করণে বারোটি, মোট তিয়াত্তরটি)। তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে আরো কিছু উক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

আকাদেমি ফ্রাঁসেজের সদস্য (১৬৬২) ও মাদাম দ্য লাফাইয়েতের বন্ধু জাঁ-রেন্যো সেগ্রের মতে, লা রোশফুকো নাকি কিছু কিছু মাক্সিম তিরিশবারের বেশি ঘষামাজা করেন। সম্ভবত মাদাম দ্য লাফাইয়েতের প্রভাবে তাঁর তিক্ত চড়া সুর কিছুটা নরম হয়। বহু জায়গায় presque, le plus souvent, la plupart, d'ordinaire (প্রায়, প্রায়শ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সাধারণত) প্রভৃতি যোগ করা হয়। বর্জিত উক্তিগুলি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় কিছু কিছু অভিমত তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, নাকচ করেছেন প্রধানত সেইসব মাক্সিম যা অস্পষ্ট বা প্রগল্‌ভ। আসলে, যে কথা আমরা শুরুতেই বলেছি, সর্বদাই তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছতা, গভীরতা ও সংক্ষিপ্ততা। তাঁর অনবদ্য ভাষা ফরাসি গদ্যের একটি প্রধান ধারাকে সূচিত করে। উক্তিগুলির শরীরী অস্তিত্বকে অনেক সময়ই তার ধ্বনি ও তাৎপর্য থেকে আলাদা করা যায় না।

BanglaBook.org

তাঁর নিপুণ শব্দযোজনা দেখে কখনো বা এমনও মনে হতে পারে যে শব্দের সহাবস্থানই তাদের বিচ্ছুরিত দ্যোতনাকে সম্ভব করে তুলেছে।

এই গ্রন্থের কোনো সামগ্রিক বিন্যাসক্রম নেই। লা রোশফুকোর মুখবন্ধ (Avis au lecteur) থেকে মনে হয় তিনি ধারাবাহিকতার অভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, অথচ চারটি নতুন সংস্করণেও এগুলিকে বিষয় অনুসারে সাজাননি। ফলে উক্তিগুলিকে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খল ঠেকতে পারে। যেমন এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি 'আশা' সম্পর্কিত দুটি মাক্সিমের মধ্যে সাঁইত্রিশটি মাক্সিমের ফারাক। তবু এই ধ্রুপদী বিন্যাসকে অনুসরণ করাই সাধারণ রীতি। বর্তমান সংকলনে আমরাও তাই করেছি। স্বয়ং শোপেনহাওয়ারের মতে, এলোমেলোভাবে সাজানো বলেই বইটিতে এতখানি সংযম ও ঘনিষ্ঠতা এসেছে! হয়তো এভাবে সাজিয়ে লেখক একঘেয়েমি দূর করতে চেয়েছেন।

মন্তব্যগুলির গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। মহিলা-সম্পর্কিত কিছু উক্তিতে একধরনের তির্যক চটুলতা রয়েছে বলে মনে হতে পারে। সম্ভবত তৎকালীন ফরাসি অভিজাত সমাজে মেয়েদের জীবনধারা সম্পর্কে বিরক্তিই এর কারণ। কখনো কোনো জিনিসকে (যেমন সততা, l'honnêteté) ব্যবহারিক দিক থেকে দেখা হয়েছে, কখনো বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ফলে শেষ পর্যন্ত সেখানে যুক্ত হয়েছে এক জটিল বহুমাত্রিকতা।

ন্যাকামি, কাপট্য, নীচতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ও চাতুরিকে অক্লান্তভাবে আক্রমণ করেছেন। আত্মাভিমান ও আত্মম্ভরিতাকে মনোবিজ্ঞানীর মতে ধৈর্য ও যত্নে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রেম ও বন্ধুত্বকে প্রবল আঘাত হেনেছেন ('সত্যিকারের প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব মিল আছে ; সকলেই ও-দুটোর কথা বলে, কিন্তু প্রায় কেউ দেখেনি' বা 'যার প্রেম আগে সেরেছে সেই বেশি সুস্থ' কিংবা

BanglaBook.org

'বন্ধুত্ব জিনিসটা এক ধরনের ব্যবসা,' বা 'বেশির ভাগ বন্ধুই বন্ধুত্বে ক্লান্ত') কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দুটির মাহাত্ম্য অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতেও তাঁর বাধেনি। 'সত্যিকারের প্রেম এক রকমেরই হয়, যদিও তার হাজার রকমের নকল রয়েছে।' আর বন্ধুত্ব? 'সত্যিকারের প্রেম দুর্লভ, কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্বের চেয়ে নয়।' আন্তরিকতাসম্পন্ন 'ভদ্রলোক' (un honnête homme)-দের সম্পর্কে তাঁর আস্থা কখনো টলেনি।

লা রোশফুকোর দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো যে তাঁর সিনিসিজ্‌ম্‌ আমাদের ত্রস্ত করে এ কথা ঠিক। ('আমাদের সবচেয়ে ভাল কাজগুলির জন্য আমরা কম লজ্জা পেতাম না যদি লোকে জানতে পারত আসলে কী উদ্দেশ্যে আমরা সেগুলি করেছি' অথবা 'কারুর চরিত্রে হাস্যকর কিছু না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যথেষ্ট ভালো করে খোঁজা হয়নি।') কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের মনে পড়ে যায় পাঠকের কাছে লা রোশফুকো কেবল একটি জিনিসই প্রার্থনা করেছিলেন বিশ্বাস, কারণ তিনি জানতেন মানুষ 'আবিষ্কৃত হতে ভয় পায়'।

মাক্সিমের প্রথম সংস্করণের মলাটে ছিল এক ডানাওয়ালা মূর্তির ছবি, যার বীজমন্ত্র ছিল 'সত্যানুরাগ' (Amour de la Vérité) যা এই অসাধারণ গ্রন্থের সারাৎসার। একাধারে অতিমাত্রায় সামাজিক অথচ নিঃসঙ্গ এই জীবন-দ্রষ্টার স্পষ্টভাষিতা নির্মম হলেও স্বাস্থ্যকর। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, সমস্ত নৈরাশ্য ও সিনিসিজ্‌ম্‌কে ছাপিয়ে ওঠে এক অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত সংবেদনশীল সহৃদয় মানুষ।

স্যাঁৎ-বভের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'যতই আমরা জীবনের পথে এগোই, সমাজ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়ে, ততই আমরা বুঝতে পারি তিনি কতখানি নির্ভুল।'

BanglaBook.org

‘মাক্সিম’

(১৬৭৮ সংস্করণ থেকে)

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সদ্‌গুণগুলি ছদ্মবেশী দোষ ছাড়া কিছু নয়।

১

যাকে আমরা সদ্‌গুণ বলি প্রায়ই তো শুধু বিচিত্র কর্ম ও স্বার্থের সমাহার, ভাগ্য বা প্রচেষ্টাবলে যা একত্রিত হয়েছে। শুধুমাত্র বীরত্ব বা সততার জোরে পুরুষেরা বীর বা মহিলারা সৎ হয় না।

২

আত্মাভিমানের মতো অত বড় তোষামোদকারী আর কেউ নেই।

৩

আত্মাভিমানের জগৎকে কিছুটা অনুধাবন করা গেলেও অনেক অনাবিষ্কৃত অঞ্চল রয়ে গেছে।

৪

আত্মাভিমান জিনিসটা চতুরালিতে পৃথিবীর চতুরতম লোককেও হার মানায়।

৫

আমাদের আবেগের স্থায়িত্ব আমাদের নিজেদের ওপর ততটা নির্ভর করে না যতটা জীবনের স্থায়িত্বের ওপর।

৬

আবেগ যেমন বুদ্ধিমানদের বোকা বানিয়ে দিতে পারে, তেমনি বোকাদের বুদ্ধিমান।

BanglaBook.org

৭

মনুষ্যহৃদয়ে সর্বদাই অজস্র ভাবাবেগের উৎসার হয়, যাতে একটি বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই অন্য একটির সূত্রপাত হতে পারে।

৮

আমাদের ভাবাবেগগুলিকে যতই আমরা ধার্মিকতা আর আত্মমর্যাদার মোড়ক দিয়ে ঢেকে রাখি না কেন, ঠিক তারা আবরণ ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হয়।

৯

রাজপুরুষদের উদারতা ও দয়াশীলতা অনেক সময়ই জনগণের মন জয় করার ফন্দি ছাড়া আর কিছু নয়।

১০

এই দয়াশীলতাকে গুণ হিসেবে জাহির করা হয়, কিন্তু এর আসল কারণ হল দাম্ভিকতা, কখনো বা আলস্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভয়, এবং প্রায় সর্বদাই তিনটি একসঙ্গে।

১১

অন্যের দুঃখ সহ্য করার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে।

১২

ঋষিদের একনিষ্ঠা আসলে হৃদয়ের উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখার কৌশল।

১৩

দর্শনের কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুঃখ সহজেই পরাভূত হয়। কিন্তু বর্তমান দুঃখকে সে ঠেকাতে পারে না।

BanglaBook.org

১৪

খুব কম লোকই মৃত্যুকে চেনে। সাধারণত কোনো সংকল্প করে নয়, নির্বুদ্ধিতা বা অভ্যাসবশত আমরা এর সম্মুখীন হই। অধিকাংশ লোকই মরে না মরে উপায় নেই বলে।

১৫

সূর্য ও মৃত্যুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকা যায় না।

১৬

সবচেয়ে নির্লজ্জ আবেগগুলিকে নিয়েও মাঝে মাঝে আমরা বড়াই করতে ছাড়ি না। কিন্তু ঈর্ষার মতো একটি ক্ষীণ ও লজ্জাজনক আবেগের কথা স্বীকার করতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।

১৭

আমাদের সদ্‌গণগুলির জন্য আমরা যতটা নিন্দিত বা ঘৃণিত হই, দুষ্কর্মগুলির জন্য ততটা হই না।

১৮

সত্যিই যদি আমরা নির্দোষ হতাম, অন্যের দোষ দেখিয়ে অতটা উল্লসিত হতাম না।

১৯

নিজেরা অহঙ্কারী না হলে অন্যের অহঙ্কার নিয়ে আমরা অভিযোগ করতাম না।

২০

সব মানুষই সমান দাম্ভিক। পার্থক্যটা হল কারটা কী উপায়ে ও কীভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

BanglaBook.org

২১

মনে হয় প্রকৃতি আমাদের সুখী করার জন্য অত্যন্ত সুবিবেচকের মতো দিয়েছে শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর সেইসঙ্গে দিয়েছে অহমিকা, যাতে আমাদের অসম্পূর্ণতাগুলিকে জানার যন্ত্রণা থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়ে যাই।

২২

আমরা কথা দিই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, আর কথা রাখি আমাদের ভয়ভাবনার নির্দেশে।

২৩

স্বার্থন্বেষীরা সব ধরনের ভাষায় কথা বলতে পারে, সব ধরনের লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, এমনকী উদাসীন লোকের ভূমিকায়ও।

২৪

স্বার্থচিন্তা যেমন কোনো কোনো লোককে অন্ধ করে দেয়, তেমনি অন্যদের আলো দেখায়।

২৫

সাধারণত ছোটখাটো জিনিস নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে বড় কিছু করার ক্ষমতা চলে যায়।

২৬

নিজের সমস্ত যুক্তিকে অনুসরণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

২৭

আমাদের মেজাজের খামখেয়ালিপনা ভাগ্যের খামখেয়ালিপনার চেয়েও উদ্ভট।

BanglaBook.org

২৮

মানুষ নিজেকে যতটা সুখী কিংবা অসুখী ভাবে ততটা সে কখনোই নয়।

২৯

বিভিন্ন লোকের ভাগ্যে যে ফারাকই থাকুক না কেন, ভালমন্দে কাটাকুটি হয়ে সকলে সমান হয়ে যায়।

৩০

প্রকৃতি মানুষকে যতই বিশেষ সুবিধে দিক না কেন, সে একা নয়, ভাগ্যও তার সঙ্গে নায়ক গড়তে সাহায্য করে।

৩১

জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে প্রতিষ্ঠিত দেখানোর জন্য যা যা করা উচিত লোকে তা করে থাকে।

৩২

লোকে তাদের মহৎ কাজগুলির জন্য যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুক না কেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলির পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না, দৈবক্রমে ঘটে গেছে।

৩৩

মনে হয়, মানুষের কাজকর্মও শুভ অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে তাদের কপালে জোটে প্রশংসা অথবা নিন্দে।

৩৪

এমন কোনো দুর্ঘটনা নেই যার থেকে চতুর লোকেরা কিছু না কিছু সুবিধে আদায় করতে পারে, এমন কোনো সুখকর

BanglaBook.org

ঘটনা নেই যা অসাবধানীদের পক্ষে অসুবিধেজনক না হয়ে ওঠে।

৩৫

ভাগ্য যাদের সহায় হয় তাদের সব কিছুকেই সদর্থে কাজে লাগায়।

৩৬

মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে তার মানসিকতার ওপর, ভাগ্যের ওপর ততটা নয়।

৩৭

আন্তরিকতা মানে হৃদয়ের উন্মেষ, যা অত্যন্ত দুর্লভ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা হল অন্যের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য এক ধরনের সূক্ষ্ম চালাকি।

৩৮

সত্য জগৎসংসারের যতটা না উপকার করে, সত্যের ভনিতা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে।

৩৯

সতর্কতা জিনিসটাকে আমরা এত প্রশংসা করি, অথচ সামান্য বিপদ থেকেও সে আমাদের রক্ষা করতে পারে না।

৪০

প্রেমের সংজ্ঞা দেওয়া মুশকিল। শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে প্রেম হচ্ছে হৃদয়ের একচ্ছত্র রাজত্বের ইচ্ছে, মনের সহমর্মিতা আর শরীরের অনেক রহস্য অতিক্রম করে প্রিয়জনকে দখল করার গোপন, সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা।

BanglaBook.org

৪১

যদি তেমন কোনো বিশুদ্ধ প্রেম থেকে থাকে যা অন্যান্য ভাবাবেগের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত, তবে তা সুপ্ত রয়েছে হৃদয়ের গভীরে, যাকে আমরা নিজেরাও চিনি না।

৪২

এমন কোনো ছদ্মবেশ নেই যা দিয়ে সত্যিকারের প্রেমকে, কিংবা প্রেমের অভিনয়কে, বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখা যায়।

৪৩

খুব কম লোকই ভালবাসা ফুরিয়ে যাওয়ার পর অন্যের ভালবাসায় সংকোচ বোধ করে না।

৪৪

প্রেমের পরিণাম খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে প্রেমের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেয়ে ঘৃণার মিল বেশি।

৪৫

এমন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয় যার একজনও প্রেমিক নেই; কিন্তু যার কেবল একটিই প্রেমিক তেমন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৪৬

প্রেম শুধু এক রকমেরই হয়, যদিও তার হাজার হাজার নকল রয়েছে।

৪৭

আগুনের মতো প্রেমও অনবরত নাড়াচাড়া ছাড়া টিঁকতে পারে না। তাই আশা বা আশঙ্কা কোনোটাই না থাকলে সে মরে যায়।

BanglaBook.org

৪৮

সত্যিকারের প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব মিল আছে। সকলেই ও দুটোর কথা বলে, কিন্তু প্রায় কেউই দেখেনি।

৪৯

অবিচার সইবার ভয়ে অধিকাংশ লোক ন্যায়বিচার ভালবাসে।

৫০

আত্মবিশ্বাসহীন লোকেদের পক্ষে সহজতম পন্থা হল নীরবতা।

৫১

শত্রুর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের মূলে থাকে নিজের অবস্থার উন্নতির ইচ্ছে, যুদ্ধ সম্পর্কে অবসাদ এবং কোনো বিপদের আশঙ্কা।

৫২

লোকে যাকে বন্ধুত্ব বলে আসলে তা এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যেখানে পারস্পরিক স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে সুযোগ-সুবিধের আদান-প্রদান হয়। শেষ পর্যন্ত, এটা কেবল একটা ব্যবসা যেখানে আত্মাভিমানই সর্বদা মুনাফার দিকটা ঠিক করে।

৫৩

আমাদের অবিশ্বাসে অন্যের প্রতারণার ন্যায্যতাই প্রমাণিত হয়।

৫৪

পরস্পরকে ঠকাতে না পারলে লোকে সমাজে টিকতে পারত না।

৫৫

সকলেই তাদের স্মৃতিশক্তি নিয়ে আক্ষেপ করে, কিন্তু বিচারশক্তি নিয়ে নয়।

BanglaBook.org

৫৬

জীবনের ব্যবসায় আমাদের গুণগুলির চেয়ে দোষগুলিই বেশি কাজে লাগে।

৫৭

তাঁরা যে আর খুব খারাপ উদাহরণ নন এই সান্ত্বনাটুকু পাওয়ার জন্যই বৃদ্ধেরা অমন লম্বাচওড়া উপদেশ দিতে ভালবাসেন।

৫৮

সুখ্যাতির ভার সইতে না পেরে অনেকেই ওপরে ওঠার বদলে নিচে নেমে যায়।

৫৯

অসাধারণ প্রতিভার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল হিংসুটেরাও তার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়।

৬০

সকলেই হৃদয় দিয়ে প্রশংসা করে, মস্তিষ্ক দিয়ে প্রশংসা করার সাহস নেই বলে।

৬১

প্রেমিকসুলভ মানসিকতা মানে হল খোশামুদে কথাকে নরম করে বলতে পারা।

৬২

হৃদয় সর্বদাই মনকে বোকা বানায়।

৬৩

যারা মনের খবর রাখে তারা হৃদয়ের খবর রাখে না।

BanglaBook.org

৬৪

কোনো কিছুকে তলিয়ে জানতে হলে সমস্ত খুঁটিনাটি জানা দরকার। যেহেতু খুঁটিনাটির কোনো শেষ নেই, আমাদের জ্ঞানও তাই সর্বদাই অগভীর ও অসম্পূর্ণ।

৬৫

ছিনালি করি না এ কথা বলাটাও এক ধরনের ছিনালি।

৬৬

কেউই মুক্তহস্তে কিছু দেয় না, শুধু উপদেশ ছাড়া।

৬৭

বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মুখের খুঁতগুলো বেড়ে যায় তেমনি মনের খুঁতগুলোও।

৬৮

সুবিবাহের কথা শোনা যায়, কিন্তু সুখকর বিবাহের কথা শোনা যায় না।

৬৯

শত্রুরা প্রতারণা ও বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমরা সান্ত্বনা খুঁজে পাই না ; অথচ নিজের কাছে প্রতারিত হয়ে প্রায়শই আমরা খুশি থাকি।

৭০

অন্যদের অজান্তে তাদের প্রতারণা করা যতটা সহজ, নিজের অজান্তে প্রতারিত হওয়া ততটাই।

BanglaBook.org

৭১

উপদেশ দেওয়া-নেওয়ার ভঙ্গির মতো কপট আর কিছু নেই।

যে উপদেশ নেয় তার মধ্যে বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এক সশ্রদ্ধ ভক্তিভাব লক্ষ করা যায়, যদিও বন্ধুকে তার আচরণের সাক্ষী মেনে নিজের সমর্থন আদায় করে নেওয়াই তার উদ্দেশ্য। আর যে লোকটি উপদেশ দেয় সে তার প্রতি আস্থার প্রতিদান দেয় প্রবল উৎসাহের সঙ্গে উদাসীনভাবে—যদিও প্রায়শই সেইসব উপদেশের পেছনে থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও গৌরব লাভের ইচ্ছে।

৭২

সব সেরা চালাকি হল অন্যদের পাতা ফাঁদে আটকে পড়ার ভান করা। অন্যদের বোকা বানাতে পেরেছি ভেবে যতটা বোকা বনতে হয় ততটা আর কখনোই নয়।

৭৩

কাউকে কখনো প্রতারণা করব না মনে করলে প্রায়শই প্রতারিত হতে হয়।

৭৪

অন্যদের সামনে আত্মগোপন করে থাকতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে শেষ পর্যন্ত নিজেদের কাছেও আমরা আত্মগোপন করে থাকি।

৭৫

কোনো অভিসন্ধি নয়, বেশির ভাগ সময় বিশ্বাসঘাতকতার আসল কারণ হল দুর্বলতা।

৭৬

নির্ঝঞ্ঝাটে দুষ্কর্ম করে যেতে পারার উদ্দেশ্যে লোকে মাঝে মধ্যে ভাল কাজ করে থাকে।

BanglaBook.org

৭৭

আমরা আমাদের হৃদয়াবেগকে সংযত করতে পারলে বুঝতে হবে সেটা চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য ততটা নয়, যতটা দুর্বল আবেগের জন্য।

৭৮

আত্মতুষ্টি না থাকলে কোনো আনন্দই আর থাকত না।

৭৯

সবচেয়ে চতুর লোকেরা সারা জীবন ধরে ছলচাতুরিকে গালমন্দ করে থাকে যাতে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতেও কোনো বিশেষ স্বার্থসিদ্ধিতে সেটাকে নিজেদের কাজে লাগানো যায়।

৮০

সাধারণভাবে কূটকৌশল জিনিসটার মধ্যে একটা নীচতার ছাপ আছে। এবং প্রায় সর্বদাই দেখা যায়, যে লোকটি এক জায়গায় নিজেকে বাঁচাতে ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়, অন্য কোথাও সে ধরা পড়ে যায়।

৮১

চাতুরি আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম শুধুমাত্র অক্ষমতা থেকে।

৮২

বোকা বনে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হল নিজেকে অন্যদের চেয়ে চালাক ভাবা।

৮৩

ধূর্ত লোকেদের প্রতারণা থেকে বাঁচতে হলে কখনো কখনো তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে হয়।

BanglaBook.org

৮৪

দুর্বলতাই একমাত্র দোষ যাকে শোধরানো যায় না।

৮৫

যেসব মেয়েরা প্রেমের জন্য নিজেদের সর্বনাশ করেছে প্রেমই তাদের ন্যূনতম অপরাধ।

৮৬

নিজের চেয়ে অন্যদের কাছে বিচক্ষণ সাজা অনেক বেশি সহজ।

৮৭

আমাদের চরিত্রের কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যগুলি যতটা হাস্যকর, অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্যগুলি কখনোই ততটা নয়।

৮৮

মাঝে মাঝে আমরা নিজেদের থেকেও ততটাই আলাদা যতটা অন্যদের থেকে।

৮৯

অন্যের মুখে প্রেমের কথা না শুনলে অনেক লোক কোনোদিনই প্রেমে পড়ত না।

৯০

আত্মাভিমান ঠেলা না দিলে আমরা বেশি কথা বলি না।

৯১

নিজের কথা আদৌ না বলতে পারার চেয়ে লোকে আত্মনিন্দা করাও শ্রেয় মনে করে।

BanglaBook.org

৯২

বোকা লোকেদের সাহচর্য ছাড়া বুদ্ধিমানেরা প্রায়ই খুব বিব্রত বোধ করে।

৯৩

মহৎ লোকেদের বিশেষত্বই হল অল্প কথায় বেশি বলতে পারা। অন্যদিকে সাধারণ লোকেরা বেশি কথা বলে, ফলে কিছুই আর বলা হয়ে ওঠে না।

৯৪

আমরা অন্যের গুণগুলির ভূয়সী প্রশংসা করে থাকি যতটা নিজেদের অভিমত সম্পর্কে তৃপ্তি থেকে ততটা তাদের যোগ্যতার জন্য নয়। অন্যের প্রশংসার ছলে নিজেদের প্রশংসা করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

৯৫

প্রশংসা পাওয়ার জন্যই সাধারণত আমরা অন্যের প্রশংসা করে থাকি।

৯৬

খুব কম লোকই তাদের দোষগুলি ধরিয়ে দিতে পারে এমন প্রশংসার চেয়ে তাদের উপকারে লাগবে এমন নিন্দেকে গুরুত্ব দেওয়ার মতো বিচক্ষণতা রাখে।

৯৭

অনেক সময়ই নিন্দে প্রশংসার কাজ করে, আর প্রশংসা নিন্দের।

BanglaBook.org

৯৮

আমরা যখন প্রশংসাবাক্যকে অস্বীকার করি তখন আমরা দ্বিতীয়বার প্রশংসিত হতে চাইছি বলে ধরে নিতে হবে।

৯৯

অন্যকে শাসন করার চেয়ে অন্যের দ্বারা শাসিত না হওয়া অনেক বেশি কঠিন।

১০০

আমরা নিজেরাই নিজেদের অত তোয়াজ না করলে অন্যের তোষামোদ আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

১০১

প্রকৃতি মানুষকে দেয় প্রতিভা, ভাগ্য তাকে কাজে লাগায়।

১০২

যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে যে সমস্ত দোষত্রুটিগুলিকে শোধরানো যায় না ভাগ্য সেগুলিকে শুধরে দেয়।

১০৩

অনেক গুণী লোক অত্যন্ত অপ্রিয় হতে পারে, যেমন অনেক খারাপ লোক প্রিয় হয়।

১০৪

বড় মানুষদের গরিমা নির্ভর করবে কীভাবে তাঁরা তা অর্জন করেছেন তার ওপর।

১০৫

তোষামোদ একটা অচল পয়সা, আমাদের আত্মশ্লাঘা যাকে চালু রাখে।

BanglaBook.org

১০৬

কেবল বড় বড় গুণ থাকলেই চলবে না, সেই সঙ্গে দরকার পরিমিতি।

১০৭

একটি কাজ যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, তাকে আমরা কখনোই মহৎ বলব না যদি না তার পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থেকে থাকে।

১০৮

এমন অজস্র আচরণ আছে যা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও তার প্রচ্ছন্ন কারণগুলি অত্যন্ত মহৎ ও বলিষ্ঠ।

১০৯

আমাদের অব্যবহিত হাতের কাজটির চেয়ে যে কাজ আমাদের হাতে নেই নিজেকে তার যোগ্য প্রতিপন্ন করা ঢের বেশি সহজ।

১১০

গুণের চেয়ে গুণের ভঙ্গিমাই এ জগতে বেশি সমাদৃত হয়।

১১১

মিতব্যয়িতার বিপরীত অমিতব্যয়িতা নয়, কার্পণ্য।

১১২

আশা যতই ছলনাময়ী হোক না কেন, অন্তত একটি সহজ পথে আমাদের জীবনের শেষে পৌঁছে দেয়।

১১৩

একটি পরিচ্ছন্ন, আন্তরিক ও সৎ প্রচেষ্টা আত্মনিষ্ঠা না চালাকির ফল তা বিচার করা শক্ত।

BanglaBook.org

১১৪

নদীরা যেমন সমুদ্রে, আমাদের গুণগুলিও তেমন স্বার্থচিন্তার ভেতর হারিয়ে যায়।

১১৫

প্রেমের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠা আসলে এক অন্তহীন বিশ্বাসঘাতকতা, যার ফলে আমাদের হৃদয় প্রেমাস্পদের বিভিন্ন গুণগুলির প্রতি একের পর এক আকৃষ্ট হতে থাকে, কখনো একটিকে বেশি পছন্দ করে, কখনো অন্য আরেকটিকে। সুতরাং, এই একনিষ্ঠা একই বিষয়ে স্থিরীকৃত ও আবদ্ধ ব্যভিচার ছাড়া কিছু নয়।

১১৬

প্রেমে দুধরনের একনিষ্ঠা সম্ভব একটি হল প্রেমাস্পদকে নিরন্তর নব নব রূপে আবিষ্কার করা, আরেকটি হল সেটিকে আত্মমর্যাদার চিহ্ন হিসেবে দেখা।

১১৭

আগে থেকে নিজেদের লঘুত্বের সাফাই গেয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই আমরা মাঝেমধ্যে লঘু সুরে বন্ধুবান্ধবের সমালোচনা করে থাকি।

১১৮

এক ধরনের ব্যভিচার আছে যা আসে মনের লঘুতা বা দুর্বলতা থেকে, যার জন্য লোকের গালমন্দ শুনতে হয়, কিন্তু আরেক ধরনের ব্যভিচার আছে যাকে ক্ষমা করা সম্ভব, যা আসে সব কিছু সম্পর্কে বিতৃষ্ণা থেকে।

BanglaBook.org

১১৯

ওষুধের মধ্যে যেমন বিষ পুণ্যের ভেতর তেমন পাপ। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সেগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে বদলে নেয়, এবং জীবনের খারাপ জিনিসগুলির বিরুদ্ধে সফলভাবে কাজে লাগায়।

১২০

ভালর মতো মন্দ জগতেরও নায়ক আছে।

১২১

যাদের অনেক দোষত্রুটি আছে তাদের সকলকেই যে আমরা ঘৃণা করি তা নয়, কিন্তু যাদের কোনো গুণই নেই তাদের সহ্য করা কঠিন।

১২২

পাপের মতো পুণ্যকেও স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের কাজে লাগায়।

১২৩

মনে হয়, প্রকৃতি জন্মের সময় থেকেই প্রত্যেক মানুষের পাপপুণ্যের সীমারেখা এঁকে দেয়।

১২৪

বড় বড় লোকেদেরই বড় বড় দোষ মানায়।

১২৫

আমাদের দোষগুলি যখন আমাদের ছেড়ে যায়, আমরা এই ভেবে গর্ববোধ করি যে আমরা নিজেরাই তাদের পরিত্যাগ করেছি।

BanglaBook.org

১২৬

মনের খুঁতগুলো অনেকটা শারীরিক ক্ষতের মতো। যতই যত্ন করা হোক না কেন, ক্ষতচিহ্নটা সর্বদাই চোখে পড়ে এবং সবসময়ই ক্ষতমুখগুলো খুলে যাওয়ার ভয় থাকে।

১২৭

বেশ কয়েকটি দোষ থাকার জন্য আমাদের আর অনেক সময় একটিমাত্র দোষের কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়ে ওঠে না।

১২৮

আমরা আমাদের দোষত্রুটিগুলিকে সহজেই ভুলে যাই, কারণ আমরা ছাড়া আর কেউই সেগুলিকে খবর রাখে না।

১২৯

অনেকের পক্ষে যে আদৌ কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব সেটা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এমন কেউ নেই যাকে খারাপ কাজ করতে দেখেও বিশ্বাস হয় না।

১৩০

চালাক হতে চাইলে আর অনেক সময় চালাক হওয়া হয়ে ওঠে না।

১৩১

আত্মাভিমান না থাকলে প্রতিভা বেশি দূর এগোতে পারে না।

১৩২

যে মনে করে গোটা পৃথিবীকে বাদ দিয়ে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকা সম্ভব, সে বিরাট ভুল করে। কিন্তু যে ভাবে তাকে বাদ দিয়ে কারুর চলবে না সে আরো বড় ভুল করে।

BanglaBook.org

১৩৩

নকল ভদ্রলোকেরা তাদের খুঁতগুলোকে অন্যদের ও নিজেদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। খাঁটি ভদ্রলোকেরা সেগুলোকে চেনে এবং তা স্বীকার করতেও তাদের বাধে না।

১৩৪

খাঁটি লোকেরা কোনো কিছুতেই উত্যক্ত হয় না।

১৩৫

মেয়েদের গাম্ভীর্য এমন এক প্রসাধন যা দিয়ে তারা তাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে।

১৩৬

মহিলাদের সতীত্ব অনেক সময়ই শুধু সুখ্যাতি ও বিশ্রামপ্রিয়তা।

১৩৭

সত্যিকারের ভদ্রলোকেরাই ভদ্রলোকেদের সান্নিধ্য পছন্দ করে।

১৩৮

পাগলামি জিনিসটা সারাজীবন আমাদের তাড়া করে। কাউকে বিচক্ষণ মনে হলে বুঝতে হবে পাগলামিটা তার বয়স ও ভাগ্যের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

১৩৯

বোকা লোকেরা পরস্পরকে চেনে এবং তাদের বোকামিকে ধূর্তভাবে ব্যবহার করে।

১৪০

যার চরিত্রে কোনো দোষ নেই সে নিজেকে যতটা মহৎ মনে করে মোটেই সে ততটা মহৎ নয়।

BanglaBook.org

১৪১

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচক্ষণতা ও পাগলামি দুটোই বেড়ে যায়।

১৪২

বেশির ভাগ লোকই অন্যদের বিচার করে তাদের আদবকায়দা কিংবা সৌভাগ্য দেখে।

১৪৩

প্রকৃত বীরত্ব হল দুনিয়ার লোকের সামনে আমরা যা করে দেখাতে পারি লোকচক্ষুর আড়ালে সেটুকু করে উঠতে পারা।

১৪৪

কাপট্য হল সত্যের প্রতি অসত্যের শ্রদ্ধার্ঘ।

১৪৫

যারা কৃতজ্ঞতার দায় থেকে সাততাড়াতাড়ি নিজেদের মুক্ত করে নেয়, কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোনো কারণই তাদের নেই।

১৪৬

যেরকম তাড়াহুড়ো করে লোকে কৃতজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে চায় তা প্রায় অকৃতজ্ঞতাই নামান্তর।

১৪৭

সুখী লোকেরা কখনো শুধরোয় না। ভাগ্য তাদের দুষ্কর্মকেও সাহায্য করে বলে তারা ভাবে তারা সর্বদাই নির্ভুল।

BanglaBook.org

১৪৮

অহমিকা অন্যের কাছে ঋণ করতে চায় না, আর আত্মাভিমান ঋণ শোধ করতে।

১৪৯

অন্যের কাছে উপকৃত হওয়ার গূঢ়ার্থ হল এবার থেকে তার অপকর্মগুলিকেও আমাদের খাতির করে চলতে হবে।

১৫০

উদাহরণের মতো ছোঁয়াচে আর কিছু নেই। সর্বদাই অন্যের ভাল বা খারাপ কাজের দেখাদেখি লোকে তার পুনরাবৃত্তি করে। আমরা কোনো মহৎ কর্মের অনুকরণ করি তার অনুসরণের মধ্যে দিয়ে আর কুকর্মের, আমাদের চরিত্রের সেই মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকটি দিয়ে, যা এতকাল লজ্জাবন্দী হয়ে ছিল, অন্যের উদাহরণ যেটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

১৫১

একা মহৎ হতে চাওয়ার মতো বিরাট নির্বুদ্ধিতা আর নেই।

১৫২

আমাদের দুঃখদুর্দশার যে অজুহাতই আমরা দিই না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার আসল কারণ হল স্বার্থপরতা আর আত্মাভিমান।

১৫৩

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোকের অপকার করার চেয়ে তার ভাল করতে যাওয়া অনেক বেশি বিপজ্জনক।

BanglaBook.org

১৫৪

মেয়েদের মানসিক অভিব্যক্তির ভিত্তিই হল তাদের ঠাটঠমক। কিন্তু সবাই সেটাকে কাজে লাগায় না, কেউ কেউ ভয়বশত কিংবা যুক্তি দিয়ে সংযত করে রাখে।

১৫৫

আমরা যখন মনে করি আমাদের পক্ষে অন্যদের বিরক্ত করা আদৌ সম্ভব নয়, তখন প্রায়শই আমরা তাদের বিরক্ত করে থাকি।

১৫৬

খুব কম জিনিসই নিজে থেকে অসম্ভব, সফল হওয়ার জন্য আমাদের যেটার অভাব সেটা হল অধ্যবসায়।

১৫৭

চূড়ান্ত দক্ষতা হল সব জিনিসের সঠিক মূল্যায়ন করতে জানা।

১৫৮

ছলচাতুরিকে লুকোতে জানাও এক বিরাট চাতুর্য।

১৫৯

অনেক সময় আমরা যাকে উদারতা বলি তা আসলে ক্ষুদ্র স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে বৃহৎ জিনিসের প্রতি লুকোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিছু নয়।

১৬০

বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রে যে আনুগত্য দেখা যায় তা বিশ্বাস আদায়ের জন্য আত্মাভিমানের একটি আবিষ্কার মাত্র।

BanglaBook.org

১৬১

মহানুভবতা হল সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা করে সবকিছুকে অর্জন করার -কৌশল।

১৬২

বাগ্মিতার ক্ষেত্রে কথার নির্বাচনের চেয়ে কণ্ঠস্বর, চোখের দৃষ্টি ও শরীরের ভাবভঙ্গি কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৬৩

সত্যিকারের বাগ্মিতা মানে প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলতে পারা, এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকুই বলা।

১৬৪

অনেক লোককে তাদের দোষত্রুটিগুলি চমৎকার মানিয়ে যায়, আবার অন্য অনেকে নানা সদ্‌গুণ সত্ত্বেও নিন্দিত।

১৬৫

রুচি বদলানো যত সহজ, প্রবণতা বদলানো ঠিক ততটাই শক্ত।

১৬৬

স্বার্থ সব ধরনের দোষগুণকে কাজে লাগায়।

১৬৭

প্রায়শই বিনয় জিনিসটা মেকি আনুগত্য ছাড়া কিছু নয়, যেটিকে আমরা কাজে লাগাই অন্যদের আনুগত্য আদায় করার জন্য। এটি আত্মাভিমানের একটি চালাকি, যা ওপরে ওঠার জন্য নিচু হয়, আর যদিও তা অজস্র রকমে প্রকাশিত হয়, এটিকে সবচেয়ে ভালভাবে লুকোনো যায় ও এটি সবচেয়ে প্রতারক হতে পারে যখন তা বিনয়ের ছদ্মবেশে আসে।

BanglaBook.org

১৬৮

প্রত্যেকে পেশার একটি নিজস্ব চালচলন, হাবভাব আছে যাতে লোকের বিশ্বাস্যতা অর্জন করা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, গোটা জগৎটাই চালচলন দিয়ে তৈরি।

১৬৯

গাম্ভীর্য জিনিসটা শরীরের এক কৃত্রিম রহস্য, যা দিয়ে মনের খুঁতগুলোকে ঢেকে রাখা যায়।

১৭০

প্রেমের আনন্দই হচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসার পাত্রকে সুখী করার চেয়ে নিজের সুখই সেখানে বড় হয়ে ওঠে।

১৭১

ভদ্রতা করার অর্থ সেটা আদায় করার ইচ্ছে, যাতে লোকে বিনয়ী বলে কদর করতে পারে।

১৭২

সাধারণত শিক্ষা দেওয়ার ছলে তরুণদের ভেতর এক দ্বিতীয় আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলা হয়।

১৭৩

যাকে আমরা উদারতা বলি তা আসলে অন্যকে দান করার আত্মপ্রসাদ, যা আমাদের কাছে আরো বেশি লোভনীয়।

১৭৪

মনের সংকীর্ণতা থেকে গোঁয়ার্তুমির জন্ম। আমরা যা দেখতে পাই না সহজে তা বিশ্বাস করে উঠতে পারি না।

BanglaBook.org

১৭৫

কোনো কিছুকে পরীক্ষা না করেই সেটাকে খারাপ বলার অত্যুৎসাহটা আসে অহঙ্কার আর আলস্য থেকে। আমরা অপরাধীকে খুঁজে নিতে চাই, কিন্তু অপরাধটা পরীক্ষা করে বের করার পরিশ্রম করতে আমরা নারাজ।

১৭৬

এমন চতুর লোক প্রায় নেই চলে, যে তার সমস্ত কুকাজের হদিস জানে।

১৭৭

যৌবন এক নিরবচ্ছিন্ন মাতলামি যুক্তিবুদ্ধির অসুখ।

১৭৮

উচ্চপ্রশংসার যোগ্য এমন লোকেদের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার কথা হল যখন তারা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে অহঙ্কার করে।

১৭৯

দমকা হাওয়ায় যেমন মোমবাতি নিভে যায় কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি অনুপস্থিতি অগভীর আবেগকে কমিয়ে দিলেও গভীর অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয়।

১৮০

অহঙ্কার থেকে ঈর্ষার জন্ম হয়। আবার অহঙ্কারই অনেক সময় ঈর্ষাকে সংযত করতে সাহায্য করে।

১৮১

খারাপ লোকেরা মোটেই এতটা বিপজ্জনক হত না যদি তাদের মধ্যে ভালত্বের লেশটুকু না থাকত।

BanglaBook.org

১৮২

যার প্রতি একবার ভালবাসা শুকিয়ে গেছে, তাকে দ্বিতীয়বার ভালবাসা অসম্ভব।

১৮৩

সরলতার ভান এক সূক্ষ্ম প্রতারণা।

১৮৪

আমাদের গুণগুলিরও আছে নির্দিষ্ট ঋতু ও ফুলফল।

১৮৫

অধিকাংশ বাড়িঘরের মতো লোকের মেজাজ সম্পর্কেও বলা যে তার অনেকগুলি দিক আছে কয়েকটি শোভন, কয়েকটি অশোভন।

১৮৬

আমাদের গুণমুগ্ধদের আমরা সব সময়ই পছন্দ করি কিন্তু আমরা যাদের গুণমুগ্ধ তাদের যে আমরা সবসময় পছন্দ করি এ কথা বলা যাবে না।

১৮৭

আমরা যে আমাদের সব ইচ্ছেগুলোকে চিনি তা নয়।

১৮৮

যাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই তাদের ভালবাসা শক্ত। যাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা খুব বেশি তাদের ভালবাসাও কম শক্ত নয়।

১৮৯

অধিকাংশ লোকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পেছনে থাকে আরো বেশি সুবিধে আদায় করার গোপন ইচ্ছে।

BanglaBook.org

১৯০

প্রায় সকলেই খুচরো ঋণ পরিশোধ করতে ভালবাসে, অধিকাংশ লোকই মাঝারি ঋণের জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু প্রায় কেউই সত্যিকারের বড় ঋণ স্বীকার করে না।

১৯১

কিছু কিছু পাগলামি আছে যা ছোঁয়াচে অসুখের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২

লোকে আমাদের যত প্রশংসাই করুক, নতুন কিছু শেখাতে পারে না।

১৯৩

যাদের আমরা বিরক্তিকর মনে করি প্রায়শই তাদের আমরা ক্ষমা করে দিই। কিন্তু আমাদের যারা বিরক্তিকর মনে করে তাদের আমরা কখনো ক্ষমা করতে পারি না।

১৯৪

স্বার্থকে আমরা আমাদের যাবতীয় অপরাধের জন্য দোষারোপ করি। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের ভাল কাজগুলির জন্যও তা আমাদের প্রশংসা দাবি করতে পারে।

১৯৫

ভাল কাজ করার সময় অন্যের অকৃতজ্ঞতা চোখে পড়ে না।

১৯৬

পরিমিতিবোধকে একটি মহৎ গুণ বলিয়ে তোলা হয়েছে যাতে বড় মানুষদের উচ্চাশাকে সংযত রাখা যায়, আর সাধারণ

BanglaBook.org

লোকে তাদের সীমিত ক্ষমতা ও যোগ্যতার জন্য সান্ত্বনা পেতে পারে।

১৯৭

কিছু লোক বোকামি করার জন্যই জন্মায়। সবসময় যে তা ইচ্ছাকৃত তা নয়, ভাগ্যও অনেক সময় তাদের বোকা বনতে সাহায্য করে।

১৯৮

জীবনে এমন একেকটা দুর্ঘটনা ঘটে, একটু পাগলাটে না হলে যার মোকাবিলা করা যায় না।

১৯৯

কারুর চরিত্রে হাস্যকর কিছু না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যে যথেষ্ট ভাল করে খোঁজা হয়নি।

২০০

প্রেমিক-প্রেমিকারা কখনো পরস্পরের সম্পর্কে ক্লান্ত হয় না, কারণ তারা অনর্গল নিজেদের কথা বলার সুযোগ পায়।

২০১

কেন ঠিক এতটাই স্মৃতিশক্তি থাকতে হবে আমাদের, যে সবচেয়ে ছোটখাটো খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমাদের মনে থাকবে অথচ একই ব্যক্তিকে সেসব গল্প কতবার করেছি তা মনে পড়বে না?

২০২

দুর্বল লোকেরা কখনো আন্তরিক হতে পারে না।

২০৩

অকৃতজ্ঞ লোকেদের উপকারে আসা এমন কিছু দুর্ভাগ্যজনক নয়।

BanglaBook.org

কিন্তু কোনো অসৎ লোকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা এক অসহনীয় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

২০৪

পাগলামি সারানো যায়, কিন্তু যে একবার বিগড়েছে তাকে সারানো অসম্ভব।

২০৫

রাজপুরুষদের যে গুণ নেই তার জন্য তাদের প্রশংসা করার অর্থ হল ঝুঁকি ছাড়াই তাদের অপমান করা।

২০৬

বাড়াবাড়ি রকমের ভালবাসার চেয়ে ঘৃণাও আমাদের কাছে শ্রেয়।

২০৭

শুধুমাত্র ঘৃণ্য লোকেরাই ঘৃণাকে ভয় পায়।

২০৮

আমাদের অর্থসম্পত্তি ভাগ্যের দাক্ষিণ্যের ওপর যতটা নির্ভরশীল আমাদের প্রজ্ঞাও তার চেয়ে কিছু কম নয়।

২০৯

ঈর্ষার ভেতর ভালবাসার চেয়ে আত্মাভিমানের ভাগ বেশি।

২১০

অসম্মানের চেয়েও যা অসম্মানজনক তা হল শ্লেষ।

২১১

আমরা আমাদের ছোটখাটো দোষত্রুটিগুলি স্বীকার করি, যাতে লোকের ধারণা হয় যে আমাদের চরিত্রে কোনো বড় দোষ নেই।

BanglaBook.org

২১২
ঈর্ষা ঘৃণার চেয়েও আপসহীন।

২১৩
মাঝে মাঝে আমরা মনে করি আমরা তোষামোদকে ঘৃণা করছি, কিন্তু আসলে আমরা তোষামোদকে ঘৃণা করি না, করি তোষামোদের বিশেষ ধরনটিকে।

২১৪
যখন আমরা দুর্ব্যবহার পাই তখনকার চেয়ে সুখী অবস্থায় প্রেমিকার প্রতি অনুগত থাকা বেশি শক্ত।

২১৫
মেয়েরা তাদের সবরকম ঠাটঠমকের হিসেব রাখে না।

২১৬
ঘৃণা ছাড়া মেয়েদের কাঠিন্য সম্পূর্ণ হয় না।

২১৭
মেয়েদের পক্ষে তাদের হৃদয়াবেগের চেয়ে তাদের ঠাটঠমককে সংযত করা বেশি শক্ত।

২১৮
প্রেমের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা প্রায় সর্বদাই অবিশ্বাসকে অতিক্রম করে যায়।

২১৯
এক বিশেষ ধরনের ভালবাসা আছে যার আধিক্য ঈর্ষাকে সংযত করে।

BanglaBook.org

২২০

অনুভূতিশীলতার মতো কতগুলো বিশেষ গুণ আছে যেগুলো থেকে বঞ্চিত লোকেরা তা জানতেও পারে না, বুঝতেও পারে না।

২২১

আমাদের ঘৃণা যখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তখন যাদের ঘৃণা করি তাদের চেয়েও নিচে নেমে যাই।

২২২

আমাদের ভালমন্দ অনুভব করার ক্ষমতা আত্মাভিমানের সাথে সমানুপাতিক।

২২৩

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, মেয়েদের বুদ্ধিমত্তা যুক্তিবুদ্ধির বদলে তাদের পাগলামিকে বাড়িয়ে দেয়।

২২৪

ভাষার মতো হৃদয়ে-মনেও জন্মভূমির ছাপ থেকে যায়।

২২৫

বড় মানুষ হতে হলে ভাগ্যকে কাজে লাগাতে জানা দরকার।

২২৬

বেশির ভাগ লোকই চোরাগুণসম্পন্ন গাছের মতো, শুধু আকস্মিকতাই যাকে উদ্ঘাটিত করতে পারে।

২২৭

ঘটনাচক্র যেমন অন্যদের কাছে আমাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে, তেমনি নিজেদের কাছেও।

BanglaBook.org

২২৮

যাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল আছে শুধুমাত্র তাদেরই আমরা বিচক্ষণ মনে করি।

২২৯

প্রেমের সবচেয়ে বড় গুণ সে ছিনালিপনা সারিয়ে দেয়।

২৩০

আমরা প্রায় সর্বদাই তাদের সাহচর্যে ক্লান্তবোধ করে থাকি যাদের সাহচর্যে ক্লান্ত বোধ করা মোটেই উচিত নয়।

২৩১

একজন খাঁটি লোক উন্মাদের মতো ভালবাসতে পারে, কিন্তু নির্বোধের মতো কখনো নয়।

২৩২

কিছু কিছু দোষকে ঠিকমতো ব্যবহার করলে এমনকী গুণের চেয়েও আকর্ষণীয় দেখায়।

২৩৩

যারা আমাদের গুণগ্রাহী, একমাত্র তাদেরই আমরা সাধারণত প্রাণ খুলে প্রশংসা করে থাকি।

২৩৪

সংকীর্ণমনা লোকেরা ছোট ছোট জিনিসে আঘাত পায়। যাদের মন বড় তারা সবই দেখতে পায়, কিন্তু আহত হয় না।

২৩৫

ভালবাসার সঙ্গে ঈর্ষার জন্ম হয়, কিন্তু ভালবাসা মরলেও ঈর্ষা মরে না।

BanglaBook.org

২৩৬

অধিকাংশ মেয়েই প্রেমিকের মৃত্যুর পর ভালবাসার জন্য কাঁদে না, কাঁদে নিজের ভালবাসার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য।

২৩৭

আমরা ভালই জানি যে, নিজের স্ত্রীর কথা বেশি বলতে নেই; কিন্তু আমরা যেটা জানি না সেটা হল নিজের কথা আরো কম বলতে হয়।

২৩৮

কথোপকথনের সময় বক্তার আন্তরিকতা সম্পর্কে যতই অনাস্থা থাকুক না কেন, আমরা সবসময়ই মনে করি তারা আমাদের কাছে অন্যদের চেয়ে বেশি সত্যি কথা বলছে।

২৩৯

খুব কম ভাল মেয়েই তাদের ভালত্বে ক্লান্ত নয়।

২৪০

অধিকাংশ ভাল মেয়েই অনেকটা গুপ্তধনের মতো, যা ঠিক ততক্ষণই নিরাপদ থাকে যতক্ষণ না কেউ তা খুঁজে বের করে।

২৪১

যে ভালবাসে প্রায় সর্বদাই তার অপরাধ হল সে টের পায় না কখন তার প্রতি অন্যের ভালবাসা ফুরিয়েছে।

২৪২

অধিকাংশ তরুণ নিজেকে সহজ ও সাবলীল ভাবে, যখন তারা আসলে রুক্ষ ও অমার্জিত।

BanglaBook.org

২৪৩

একধরনের অশ্রু অন্যদের বোকা বানানোর পর বেশির ভাগ সময় আমাদের নিজেদেরও বোকা বানায়।

২৪৪

কেউ যদি ভেবে থাকে সে তার প্রেমিকাকে ভালবাসার জন্যই ভালবাসে, তবে সে দারুণ বোকা বনেছে।

২৪৫

ক্ষুদ্রমনা লোকেরা যা বোঝে না, সাধারণত তাকে প্রাণভরে গাল পাড়ে।

২৪৬

সত্যিকারের বন্ধুত্ব ঈর্ষা সারিয়ে দেয়, যেমন সত্যিকারের প্রেম ছিনালি।

২৪৭

আমরা লোককে উপদেশ দিই বটে, কিন্তু তাদের ব্যবহারের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারি না।

২৪৮

ক্ষমতা কমে গেলে আমাদের রুচিও নষ্ট হয়ে যায়।

২৪৯

আলো যেমন জিনিসপত্রকে দৃশ্যমান করে তোলে, তেমনি ভাগ্যও আমাদের দোষগুণগুলিকে।

২৫০

আমাদের আন্তরিকতার বেশির ভাগটাই হল আত্মপ্রচার, ও আমরা যেভাবে চাই সেভাবে নিজেদের দোষগুণ তুলে ধরার প্রবণতা।

BanglaBook.org

২৫১

আমরা যে আজও আশ্চর্য হতে পারি, এটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

২৫২

যার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ আর যার হৃদয়ে প্রায় কোনো প্রেম অবশিষ্ট নেই, তাদের দুজনকে খুশি করাই সমান শক্ত।

২৫৩

নির্বোধদের সৎ হওয়ার যোগ্যতা নেই।

২৫৪

আত্মম্ভরিতা যদি বা আমাদের সদ্‌গুণগুলিকে নষ্ট নাও করে, অন্ততপক্ষে সেগুলিকে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়।

২৫৫

অন্যদের অহঙ্কার আমাদের আঁতে ঘা দেয় বলেই তা আমাদের অসহ্য লাগে।

২৫৬

রুচিকে পরিহার করার চেয়ে স্বার্থকে পরিহার করা সহজ।

২৫৭

ভাগ্যকে স্বাস্থ্যের মতো করে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। সুখী অবস্থায় সেটিকে উপভোগ করা, দুরবস্থায় ধৈর্য ধরা ও নেহাত প্রয়োজন না পড়লে ওষুধ না খাওয়া।

২৫৮

ভদ্রতা জিনিসটা কখনোসখনো সেনাবাহিনীতে গ্রাহ্য না হলেও সভাকক্ষে কখনোই হারিয়ে যায় না।

BanglaBook.org

২৫৯

একজন লোকের পক্ষে অন্য আরেকজনের চেয়ে চালাক হওয়া সম্ভব, কিন্তু সকলের চেয়ে চালাক হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

২৬০

যতক্ষণ না দ্বিতীয় প্রেমিকের সাক্ষাৎ মিলছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম জনকে আগলে রাখাই রীতি।

২৬১

সাধারণত আমাদের এ কথা বলার সাহস হয় না যে আমাদের কোনো দোষত্রুটি নেই, এবং আমাদের শত্রুদের কোনো সদ্‌গুণ নেই। তবে, খুঁটিয়ে দেখলে, আমরা অনেকটা সেইরকমই মনে করি।

২৬২

আমাদের যাবতীয় দোষত্রুটিগুলির মধ্যে যেটিকে আমরা সবচেয়ে সহজ মেনে নিই সেটি হল আলস্য। আমরা মনে করি, এটি একটি শান্ত গুণ যা অন্য গুণগুলিকে ধ্বংস না করে কেবল নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

২৬৩

কেউ এক উন্নত স্তরে না পৌঁছলেও তার যোগ্যতা প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু যোগ্যতা না থাকলে উন্নত স্তরে পৌঁছনো যায় না।

২৬৪

সুন্দরীদের যেমন সাজ, গুণীদের তেমন আত্মগরিমা।

BanglaBook.org

২৬৫

প্রেমিকসুলভ আচরণের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব সবচেয়ে বেশি সেটি হল প্রেম।

২৬৬

আমরা যখন বিভিন্ন বয়সে পৌঁছই তখন আমরা সেখানে আনকোরা নতুন, ফলে বয়স যাই হোক আমরা অনভিজ্ঞই থেকে যাই।

২৬৭

যে সব বৃদ্ধেরা একসময় অমায়িক ছিলেন তাঁদের সবচেয়ে হাস্যকর দিকটি হল, তাঁরা ভুলে যান তাঁরা আর তা নন।

২৬৮

আমাদের সবচেয়ে ভাল কাজগুলির জন্য আমরা কম লজ্জা পেতাম না যদি লোকে জানতে পারত আসলে কী উদ্দেশ্যে আমরা সেগুলি করেছি।

২৬৯

বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় কাজ হল নিজের নয়, বন্ধুর দোষগুলিকে দেখিয়ে দেওয়া।

২৭০

এমন কোনো দোষ নেই যা ক্ষমার অযোগ্য, শুধু সেগুলিকে লুকোনোর জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় তা ছাড়া।

২৭১

আমাদের সুনাম যতই ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকুক না কেন, তাকে প্রায় সবসময়ই আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

BanglaBook.org

২৭২

একপেশে মনের লোকেরা বেশিদিন জনপ্রিয় থাকতে পারে না।

২৭৩

পাগল আর বোকারা শুধুমাত্র তাদের মর্জিমাফিক বিচার করে।

২৭৪

বুদ্ধি মাঝে মাঝে আমাদের সাহসের সঙ্গে বোকামি করতে সাহায্য করে।

২৭৫

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কারুর উচ্ছ্বাস বেড়ে চললে বুঝতে হবে সেটা এক ধরনের পাগলামি।

২৭৬

যার প্রেম আগে সেরেছে সে বেশি সুস্থ।

২৭৭

আবেগমাত্রই আমাদের দিয়ে নানা ভুলত্রুটি করায়, তবে প্রেমের আবেগই সবচেয়ে হাস্যকর ভুলগুলির জন্য দায়ী।

২৭৮

খুব কম লোকই বুড়ো হতে জানে।

২৭৯

অধিকাংশ বন্ধুই বন্ধুত্বে ক্লান্ত, যেমন অধিকাংশ ভক্ত ভক্তিতে।

২৮০

আমরা সহজেই বন্ধুদের দোষত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করি, যদি না আমাদের তাতে কিছু এসে যায়।

BanglaBook.org

২৮১

ছোট ছোট অদূরদর্শিতার চেয়ে বড় রকমের বিশ্বাসঘাতকতাকে মেয়েরা সহজে ক্ষমা করে।

২৮২

সাবলীল হতে চাইলে আর সাবলীল হওয়া যায় না।

২৮৩

ভাল কাজকে প্রাণ খুলে প্রশংসা করলে ভাল কাজে খানিকটা অংশগ্রহণ করা হয়।

২৮৪

মহৎ গুণ নিয়ে জন্মানোর অর্থ হল ঈর্ষাহীনভাবে জন্মানো।

২৮৫

ভাগ্য আর মর্জি পৃথিবী শাসন করে।

২৮৬

কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিকে চেনা সমগ্র মানবজাতিকে চেনার চেয়ে শক্ত।

২৮৭

মহৎ গুণগুলি দিয়ে লোকের বিচার না করে বিচার করা উচিত কীভাবে তারা সেই গুণগুলিকে ব্যবহার করছে তা দিয়ে।

২৮৮

একধরনের বাড়াবাড়ি রকমের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আছে যার ফলে আমরা শুধু আমাদের পাওয়া সুবিধেগুলো থেকেই নিজেদের মুক্ত করে নিই না, আমরা যা পেয়েছি তার মূল্য ধরে দিয়ে উলটে বন্ধুদেরই আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ করে তুলি।

BanglaBook.org

২৮৯

অধিকাংশ মেয়েই বন্ধুত্বের সন্ধান পায় না, কারণ ভালবাসার গন্ধ পেলেই তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

২৯০

প্রেম ও বন্ধুত্ব দুটি ক্ষেত্রেই আমরা যতটুকু জানি তার চেয়ে যা আমাদের অজ্ঞাত তা নিয়ে আমরা বেশি সুখী।

২৯১

যে দোষগুলিকে আমরা শুধরাতে চাই না, সেগুলিকে নিয়ে বড়াই করা আমাদের অভ্যাস।

২৯২

সবচেয়ে দুর্দান্ত আবেগগুলিও মাঝে মাঝে আমাদের বিশ্রাম দেয়, কিন্তু আত্মম্ভরিতা আমাদের সর্বদা আলোড়িত করে।

২৯৩

বৃদ্ধ পাগলেরা তরুণদের চেয়েও বেশি পাগল।

২৯৪

লজ্জা ও হিংসার যন্ত্রণা এত তীব্র মনে হয়, কারণ আমাদের আত্মাভিমান সেগুলিকে সহ্য করতে সাহায্য করে না।

২৯৫

মননশীল নির্বোধদের মতো অস্বস্তিকর আর কেউ নেই।

২৯৬

এমন কেউ নেই যে মনে করে না তার গুণগুলি জগতে তার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটির চেয়ে কিছুমাত্র কম।

BanglaBook.org

২৯৭

বুদ্ধি থাকলেও আমরা মাঝে মাঝে নির্বোধের মতো আচরণ করি, কিন্তু বিচারশক্তি থাকলে কখনো নয়।

২৯৮

আমরা যা নই তা দেখানোর চেষ্টা না করে, আমরা যা, তা দেখালে নিজেরাই অনেক বেশি উপকৃত হতাম।

২৯৯

নিজেদের সম্পর্কে আমাদের যে মূল্যায়ন, তার চেয়ে আমাদের শত্রুদের মূল্যায়ন সত্যের অনেক বেশি কাছাকাছি পৌঁছয়।

৩০০

প্রেমরোগ সারানোর বেশ কয়েকটি ওষুধ আছে, তবে কোনোটাই অব্যর্থ নয়।

৩০১

প্রচুর ভালমন্দ জিনিস আছে যা আমাদের অনুভূতির অতীত।

৩০২

সব ধরনের দুরন্ত আবেগগুলির মধ্যে মেয়েদের যা সবচেয়ে কম বেমানান লাগে তা হল প্রেম।

৩০৩

আত্মম্ভরিতা আমাদের দিয়ে এমন অনেক রুচিবিরোধী কাজ করায় যুক্তি যা পারে না।

৩০৪

শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে যখন আমরা কিছু পেতে চাই, তাতে কখনো কোনো সত্যিকারের আকুলতা থাকে না।

BanglaBook.org

৩০৫

প্রথম প্রেমের সময় মেয়েরা ভালবাসে প্রেমিককে, অন্য সময় প্রেমকে।

৩০৬

সত্যিকারের প্রেম যতই দুর্লভ হোক, সত্যিকারের বন্ধুত্বের চেয়ে নয়।

৩০৭

খুব কম ক্ষেত্রেই মেয়েদের গুণগুলি তাদের সৌন্দর্যের চেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৩০৮

আমাদের আত্মবিশ্বাসের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে সহানুভূতি বা প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছে।

৩০৯

আমাদের ঈর্ষা সর্বদাই ঈর্ষণীয় ব্যক্তিদের সুখের চেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৩১০

সত্যিকার ভালত্বের মতো দুর্লভ আর কিছু নেই। এমনকী যারা ভাবে তাদের তা আছে তারাও কেবল সৌজন্য বা দুর্বলতাকেই অনেক সময় নিজেদের ভালত্ব বলে ভুল করে।

৩১১

সাধারণত লোকে অন্যের নামে গালমন্দ করে হিংসার জন্য ততটা নয় যতটা আত্মম্ভরিতার জন্য।

BanglaBook.org

৩১২

ঈর্ষাহীন লোকেদের তুলনায় নিঃস্বার্থ লোকেরা এখনও সংখ্যায় বেশি।

৩১৩

শারীরিক আলস্যের চেয়ে আমাদের মানসিক আলস্য অনেক বেশি।

৩১৪

লোকে প্রায়শই ভালবাসা থেকে উচ্চাশার দিকে ওঠে, কিন্তু প্রায় কখনোই উচ্চাশা থেকে ভালবাসায় ফিরে আসে না।

৩১৫

সমাজজীবনে প্রবেশের সময় তরুণদের একটু লাজুক বা বিভ্রান্ত হওয়া ভাল, কারণ দক্ষতা বা আত্মবিশ্বাস সাধারণত চট করে ঔদ্ধত্যের রূপ নেয়।

৩১৬

মানুষে মানুষে ঝগড়াঝাঁটি মোটেই এত দীর্ঘস্থায়ী হত না, যদি দোষটা সত্যিই একপক্ষের হত।

৩১৭

সৌন্দর্য না থাকলে যেমন যৌবন কোনো কাজে লাগে না, তেমন যৌবন না থাকলে সৌন্দর্য।

৩১৮

একধরনের চপল প্রকৃতির, লঘু স্বভাবের লোক আছে, কোনো খাঁটি গুণ যাদের স্পর্শ করে না কিংবা কোনো সত্যিকারের দোষ।

BanglaBook.org

৩১৯

যতদিন না কোনো মেয়ের জীবনে দ্বিতীয় প্রেমিকের আবির্ভাব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তার প্রথম প্রেমকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না।

৩২০

কিছু কিছু লোক আছে যারা এমনই দাম্ভিক যে তারা প্রেমে পড়লেও প্রেমাস্পদের চেয়ে নিজেকে নিয়েই আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে।

৩২১

প্রেমের ভাবভঙ্গি আমাদের যতটা আনন্দ দেয়, যত নির্ভেজালই হোক না কেন, প্রেম নিজে একা ততটা পারে না।

৩২২

স্বল্পবুদ্ধি সোজা লোক শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমান ঘোড়েল লোকের চেয়ে কম বিরক্তিকর।

৩২৩

ঈর্ষাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ইতরামি এবং ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে কম সহানুভূতি দাবি করে।

BanglaBook.org

লেখকের জীবৎকালে অপ্রকাশিত মাক্সিম

১

প্রতিবেশীর সর্বনাশ শত্রুমিত্র সকলকেই খুশি করে।

২

আত্মাভিমান জিনিসটা যে কত রকমের হতে পারে তা গুনে শেষ করা যায় না।

৩

আমরা সর্বদা ভয় পাই যে সমস্ত জিনিসই ক্ষণস্থায়ী, আর সেগুলিকে এমনভাবে আকাঙ্ক্ষা করি যেন আমরা নিজেরা চিরকাল বাঁচব।

৪

মানুষ যা, সে যে আসলে সেভাবে তৈরি হয়নি তার অকাট্য প্রমাণ হল যতই সে যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে ততই সে তার অপচয়, নীচতা ও অমিতচারিতা নিয়ে মনে মনে লজ্জাবোধ করে।

৫

অন্যেরা সত্য গোপন করলে বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা নিজেরাও প্রায়শ সেটা করে থাকি।

৬

মনে হয়, শয়তান ইচ্ছে করে আমাদের অনেকগুলি গুণের চারধারে আলস্যের গণ্ডী এঁকে দিয়েছে।

BanglaBook.org

৭

ভালর শেষে মন্দ; মন্দের শেষে ভাল।

৮

আমরা খুব সহজে অন্যদের খুঁতগুলিকে গালমন্দ করি, কিন্তু কখনোই সেগুলির সাহায্যে নিজেরগুলিকে শুধরে নিই না।

৯

মানুষে মানুষে মিল ও অমিল যে কী বিরাট তা ঠাহর করা কঠিন।

১০

মানুষের হৃদয়ের এপর আলোকপাত করা মাক্সিমগুলি নিয়ে আমাদের এত চাপান-উতোর, কারণ আমরা আবিষ্কৃত হতে ভয় পাই।

১১

আশা ও আকাঙ্ক্ষা অভিন্ন, আশঙ্কাহীন আশা কিংবা আশাহীন আশঙ্কা বলে কিছু নেই।

১২

আমরা যা চাই খুব সহজেই সেটা বিশ্বাস করি বলে সহজেই ধরে নিই যে অন্য সকলের প্রচুর দোষত্রুটি রয়েছে।

১৩

নিজেদের ওপর আমাদের যে প্রভাব তার চেয়ে আমরা যাদের ভালবাসি তাদের প্রভাব অনেক বেশি।

১৪

শুধুমাত্র মুনাফা লোটার উদ্দেশ্যে আমরা অন্যের প্রশংসা করে থাকি।

BanglaBook.org

১৫

আমাদের আবেগগুলি বিভিন্ন রুচির আত্মাভিমান ছাড়া কিছু নয়।

১৬

চূড়ান্ত বিরক্তি আমাদের বিরক্তি কাটিয়ে দেয়।

১৭

আমরা অধিকাংশ জিনিসের প্রশংসা অথবা নিন্দে করি, কারণ সেগুলির প্রশংসা বা নিন্দে করাই রীতি।

১৮

অনেক লোকই ধার্মিক হতে রাজী, কিন্তু বিনয়ী হতে নয়।

১৯

চুপ করে থাকব না মনে করে কথা বললে কথা বলাটা অসম্ভব কঠিন হয়ে ওঠে।

২০

কিনয়ের বেদীর ওপর আমাদের আত্মনিবেদনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

২১

বিচক্ষণ লোকেরা অল্পেই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু নির্বোধদের খুশি করা কঠিন। সেজন্যেই প্রায় প্রতিটি লোকের এত দুর্দশা।

২২

সুখের ভান করার জন্য আমরা যতটা কষ্ট করি সুখী হওয়ার জন্য ততটা করি না।

BanglaBook.org

২৩

পরবর্তী আবেগগুলিকে তৃপ্ত করার চেয়ে প্রথমটিকে নির্বাপিত করা অনেক সহজ।

২৪

শরীরের যেমন স্বাস্থ্য, মনের তেমনি বিচক্ষণতা।

২৫

কোনো জিনিসকে প্রাণভরে আকাঙ্ক্ষা করার আগে পরীক্ষা করে দেখা উচিত, যাদের তা আছে তারা কতটা সুখী।

২৬

খাঁটি বন্ধুত্বের মতো বড় ঐশ্বর্য আর নেই। অথচ আমাদের প্রিয় জিনিসগুলির ভেতর সেটিই সবচেয়ে কম আকাঙ্ক্ষিত।

২৭

মোহ কেটে গেলে কেবল প্রেমিকার দোষগুলিই চোখে পড়ে।

২৮

প্রেম ও বিচক্ষণতা একে অপরের জন্য নয়। ভালবাসা বাড়লে বিচক্ষণতা কমে যায়।

২৯

হিংসুটে স্ত্রী থাকলে মাঝে মাঝে স্বামীদের মন্দ লাগে না প্রেমিকার নাম তো অন্তত শোনা যায়।

৩০

যে মহিলার হৃদয়ে প্রেম ও সতীত্ব দুই-ই আছে, তিনি সত্যিই করুণার যোগ্য।

BanglaBook.org

৩১

বই-এর চেয়ে মানুষকে পড়া অনেক বেশি জরুরি।

৩২

সুখ ও দুঃখ সাধারণত যার যেটা বেশি আছে তার কাছেই যায়।

৩৩

প্রশংসা পাওয়ার জন্যই আমরা আত্মনিন্দা করে থাকি।

৩৪

অন্যেরা আমাদের ভালবাসে এটা ভাবার মতো স্বাভাবিক ও প্রতারক আর কিছু নেই।

৩৫

যারা আমাদের উপকার করেছে তাদের চেয়ে আমরা যাদের উপকার করেছি তারা আমাদের কাছে বেশি প্রিয়।

৩৬

অটুট বন্ধুত্বের চেয়ে জোড়া লাগানো বন্ধুত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে অনেক বেশি যত্নের প্রয়োজন।

৩৭

যে লোকটি কাউকে খুশি করতে পারে না সেই লোকটির চেয়ে যে লোকটিকে কেউই খুশি করতে পারে না সে অনেক বেশি অসুখী।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

যে মাক্সিমগুলি অনূদিত হল

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ০৮, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১২, ২১৬, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৪৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৬, ২৮১, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৪৫৬, ৪৫৭, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৫, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪২২, ৪২৩, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩১,

৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৯, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯০, ৪৯৫,, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩।

লেখকের জীবৎকালে অপ্রকাশিত মাক্সিম

৪, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সেই সময়

ফরাসি সাহিত্যে ক্লাসিসিজ্‌মের যুগ

(L'Age Classique)

	ঐতিহাসিক ঘটনা	সাহিত্য
১৬৬০	'সূর্যরাজ' চতুর্দশ লুই-এর বিবাহ। ইংলন্ডে রেস্টরেশন। স্পেনে শিল্পী বেলাথকেথের মৃত্যু।	'মাক্সিম'-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি। কর্ণেই-এর সমগ্র নাটকের ১ম সংস্করণ। তমা কর্ণেই *Stilicon* মলিয়ের *Sganarelle or le cocu imaginaire* ভিলিয়ে *Le Festin de Pierre*
	প্যারিসে প্রথম কাফে।	স্পেনে পেদ্রো কালদেরনের *La Púrpura de la Rosa*
১৬৬১	মাজার‍্যাঁর মৃত্যু। দোফ্যাঁর জন্ম।	কর্ণেই *La Toison d'or* মলিয়ের *Dom Garcie de Navarre; L'Ecole des maris ; Les Facheux*। মলিয়েরের দল পালে-রইয়ালে আস্তানা গাড়ল।
১৬৬২	পাসকালের মৃত্যু। নিউটনের বয়স কুড়ি। লন্ডনে The Royal Society for the Advancement of Learning	ব্রাসেল্‌সে লা রোশফুকোর *Mémoires*-এর বেআইনি আংশিক প্রকাশ। কর্ণেই *Sertorius* মলিয়ের *L'Ecole des Femmes*
১৬৬৩	মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ প্যারিসে এলেন। লা রোশফুকোর সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ। ভের্সাই-এর রাজপ্রাসাদ তৈরি শুরু হল।	'প্যতিত আকাদেমি'র প্রতিষ্ঠা বস্যুয়ে: *Oraison funèbre de Nicola Cornet.* কর্ণেই *Sophonisbe,* দ্যোবিন্যাকের সঙ্গে বিতর্ক। মলিয়েরের আরো তিনটি নাটক, ইংলন্ডে স্যামুয়েল বাটলারের *Hudibras*-এর ১ম ভাগ।

ঐতিহাসিক ঘটনা	সাহিত্য
১৬৬৪ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা।	মলিয়ের *Tartuffe*-এর তিনটি অঙ্ক (নাটকটি নিষিদ্ধ হয়)। রাসিন : *La Thébaide ou les Frères ennemis.* স্পেনে কালদেরনের *Comedias* (৩য় ভাগ)। হল্যান্ডে 'মাক্সিম' গ্রন্থটি বেআইনি ভাবে প্রকাশিত।
১৬৬৫ লা ব্রুইয়েরের বয়স কুড়ি। *Journal des Savants*-এর প্রতিষ্ঠা। শিল্পী পুস্যাঁর মৃত্যু।	লা রোশফুকো *Réfléxions ou Sentences et Maximes morales*। তাঁর 'স্মৃতিকথা'র ৫ম সংস্করণ। লা ফঁতেন *Contes* (১ম ভাগ) মলিয়ের *Dom Juan; L'Amour Médecin*। মলিয়েরের দল 'রাজার দল'-এ পরিণত। রাসিন *Alexandre* মলিয়ের ও রাসিনে ঝগড়া। 'মাক্সিম' সম্পর্কে মাদাম দ্য সাব্‌লের প্রবন্ধ।
১৬৬৬ ফ্রান্সে ও ইংলন্ডে যুদ্ধ শুরু। রাণী আন দোত্রিশের মৃত্যু। আকাদেমি রইয়াল দে সিঁয়াসের (বিজ্ঞান পরিষদ) পত্তন।	লা রোশফুকোর 'মাক্সিম'-এর সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। মলিয়ের *Le Misanthrope; Le Médecin malgré lui*
১৬৬৭ স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। *L' Observatoire de Paris*-র প্রতিষ্ঠা।	কর্ণেই *Attila* রাসিন *Andromaque*; মলিয়েরের *Tartuffe*-এর একটি নতুন সংস্করণ

	ঐতিহাসিক ঘটনা	সাহিত্য
	এক যুগ পর লা রোশফুকোর শেষ সামরিক অভিযান।	নিষিদ্ধ হল। ইংলন্ডে মিলটনের *Paradise Lost*-এর প্রকাশ।
১৬৬৮		লা ফঁতেন : *Fables Choisies* (livres I—VI) তিনি *Fables XI*-এর প্রথম গ্রন্থ 'মানুষ ও তার প্রতিচ্ছবি' লা রোশফুকোকে উৎসর্গ করলেন। তমা কর্ণেই *Laodice*, ইংলন্ডে ড্রাইডেনের *Essay on Dramatic Poesy* মলিয়ের *L'Avare*
১৬৬৯	রেমব্রান্ট ও বোয়ালোর মৃত্যু। লা রোশফুকো অসুস্থ হয়ে পড়লেন।	মলিয়ের *Le Tartuffe ou Imposteur* (৩য় সংস্করণ) রাসিন *Britannicus*
১৬৭০	লা রোশফুকোর স্ত্রী আঁদ্রে দ্য ভিভনের মৃত্যু।	পাসকাল : *Pensées* (মরণোত্তর)। লা রোশফুকোর 'মাক্সিম'-এর জন ডেভিস-কৃত ইংরেজি অনুবাদ। মলিয়ের: *Le Bourgeois gentil-homme* হল্যান্ডে স্পিনোজার *Tractatus theolgico-politicus.*
১৬৭১		'মাক্সিম'-এর ৩য় সংস্করণ। বোয়ালো *Arrêt burlesque* লা ফঁতেন *Contes, Fables nouvelles et autres poésies* মেরে *Discours de la justice* মলিয়ের : *Les Fourberies de Scapin* ইংলন্ডে মিলটনের *Paradise Regained* ও *Samson Agonistes.*

ঐতিহাসিক ঘটনা	সাহিত্য
১৬৭২ লা রোশফুকোর পুত্রবিয়োগ।	কর্ণেই ও রাসিনের নাটক। মলিয়ের *Les Femmes savantes*
১৬৭৩ মলিয়েরের মৃত্যু। লা রোশফুকো ভের্সাই-এ রাজকীয়ভাবে আপ্যায়িত হয়ে ল্যুলির অপেরা *Alceste* দেখলেন।	মলিয়ের *Le Malade imaginaire*
১৬৭৪	লা রোশফুকোর 'মাক্সিম'-এর ৪র্থ সংস্করণ (তারিখ ছাপা হয় ১৬৭৫) বোয়ালো *Art Poëtique* মালব্রাঁশ *Recherche de la Vérité* মোরেরি *Grand Dictionnaire historique.*
১৬৭৬	রাসিন: সমগ্র নাটক (১ম সংস্করণ)।
১৬৭৭ স্পিনোজার মৃত্যু।	মালব্রাঁশ *Conversations métaphysiques et chretiennes* রাসিন *Phèdre et Hippolyte* ড্রাইডেনের *All for Love.*
১৬৭৮ চতুর্দশ লুই ও একাদশ ইনোসাঁর মধ্যে সংঘাত।	'মাক্সিম'-এর ৫ম সংস্করণ। জাক এস্প্রি *De la Fausseté des vertus humaines,* মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ *La Princesse de Clèves* মাদাম দ্য সাব্‌লে *Maximes* লা ফঁতেন *Fables (livres vii à xi)*। বানিয়ানের *The Pilgrim's Progress*

ঐতিহাসিক ঘটনা		সাহিত্য
১৬৭৯	রেৎসের মৃত্যু। লা রোশফুকো আকাদেমির সদস্য হওয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন।	য়্যুএ *Demonstratio evangelica*
১৬৮০	৬৬ বছর বিয়সে প্রচণ্ড গেঁটে বাতের ব্যথায় অসুস্থ অবস্থায় প্যারিসের রু্য দ্য মেন-এর এক হোটেলে লা রোশফুকোর মৃত্যু। শেষ সময় তাঁর শয্যার পাশে ছিলেন ধর্মবিজ্ঞানী ও বক্তা জাক বস্যুয়ে। তাঁর দেহ দাহ করা হয়। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর যাবতীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন।	রিশলে *Dictionnaire Français* কমেদি ফ্রাঁসেজের প্রতিষ্ঠা। কালদেরনের শেষ নাটক *Hado y divisa de Leonida y de Marfisa*

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নির্দেশিকা

অকৃতজ্ঞতা ১৪৬, ১৪৮, ১৫৩, ১৯০
অবিচার ৪৯
অভিজ্ঞতা ২৬৬
অসুখী ২৮
অহঙ্কার, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, আত্মাভিমান, দাম্ভিকতা ২, ৩, ৪, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ৫২, ৯০, ১০৫, ১৩১, ১৪৮, ১৫২, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮, ১৮০, ২০৯, ২৫৪, ২৫৫, ২৯২, ২৯৪, ৩০৩, ৩১১, ৩২০
আকাঙ্ক্ষা ১৫৯, অ ২৫ অ ২৬
আকুলতা ৩০৪
আত্মবিশ্বাস ৫০, ৩০৮
আনন্দ ৭৮, ১৭০
আন্তরিকতা ৩৭, ১১৩
আবেগ ৫, ৬, ৭, ৮, ১৬, ৭৭, ৭৯, ২৭৭, ২৯২, ৩০২, অ ১৫
আলস্য ২৬২, ৩১৩, অ ৬
আশঙ্কা ১০, ৪৭, ৪৯, ৫১
আশা ৪৭, ১১২, অ ১১
ইচ্ছে ১৮৭
ঈর্ষা, হিংসা ১৬, ৫৯, ১৮০, ২১২, ২১৯, ২৪৬, ২৮৪; ৩০৯, ৩১২, ৩২৩
(প্রেমে) ২০৯, ২৩৫
উত্তেজনা ১২
উদাহরণ ১৫০
উদারতা ৯, ১৫৯, ১৭৩
উদ্দেশ্য ৩২, ১০৭, ১৮৯
উপকার ১৪৯, ১৫৩, অ ২৬
উপদেশ ৫৭, ৬৬, ৭১, ২৪৭
একনিষ্ঠা ১২, (প্রেমে) ১১৫, ১১৬
কথোপকথন ৯০, ৯১, ২০০, ২৩৭, ২৩৮, অ ১৯
কাজ ৩২, ৩৩, ১০৭, ২৬৮, ২৮৩
কাপট্য ৭১, ১৪৪, ১৮৩, ২৯৮
কুকাজ ১২৯, ১৪৯, ১৭৬
কৃতজ্ঞতা ১৪৬, ১৪৯, ১৮৯, ১৯০
কৌশল ১২, ১৬১
খাঁটি লোক ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ২৩১, ২৩৪
খ্যাতি ১৩৬, ২৭১
গাম্ভীর্য ১৩৫, ১৬৯

গুণ, সদ্‌গুণ এপিগ্রাফ ১, ১৭, ৫৬, ১০৩, ১০৬, ১১০, ১১৪, ১২১, ১২২, ১২৩, ১৬৪, ২০৫, ২৩২, ২৪৯, ২৪৫, ২৬১, ২৮৪, ২৮৭, ২৯৬
গুণগ্রাহিতা ১৮৬, ২৩৩
গৌরব ১০৪
ঘটনাচক্র ২২৭
ঘৃণা ৪৪, ২০৭, ২১২, ২১৩, ২২১
চাতুর্য, চালাকি ৪, ৩৪, ৩৭, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ১১৩ ১৩০, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৬, ২৫৯
ছদ্মবেশ, আত্মগোপন এপিগ্রাফ ৪২, ৭৪, ১৩৩, ১৫৮
ছলনা ৫৪, ৬২
ছিনালি, ঠাটঠমক ৬৫, ১৫৪, ২১৫, ২১৭, ২২৯, ২৪৬
জনপ্রিয়তা ১০৩, ২৭২
জ্ঞান ৬৪
ঝগড়াঝাঁটি ৩১৬
তারুণ্য, যৌবন ১৭২, ১৭৭, ২৪২, ৩১৫, ৩১৭
তোষামোদ ২, ৬১, ৭৮, ১০০, ১০৫, ২১৩
দক্ষতা ১৫৭
দয়াশীলতা ৯, ১০
দর্শন ১৩
দুর্ঘটনা ৩৪, ১৯৮
দুর্দশা ১৫২
দুর্বলতা ৭৭, ৮৪, ২০২
দুঃখ ১১, ১৩, ২৮, ৩৬, অ ৩২
দোষ, দোষত্রুটি, খুঁত এপিগ্রাফ, ১৮, ৫৬, ৬৭, ৮৪, ১০২, ১২১, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৪০, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৯, ২১১, ২৩২, ২৪৯, ২৬১, ২৭০, ২৮০, ২৯০, ২৯১, অ ৮
নকল ৪৬
নায়ক ৩০, ১২০
নারী ৪৫, ১৩৫, ১৩৬, ১৫৪, ২১৭, ২২৩, ২৬০, ২৮১, ২৮৯, ৩০২, ৩০৫, ৩০৭, ৩১৭, ৩১৯, অ ৩০
নিন্দা ১৭, ৩৩, ৯৬, ৯৭, অ ১৭
আত্মনিন্দা ৯১, অ ৩৩
নিবুর্দ্ধিতা ৬, ৯২, ১৩৯, ১৯৭, ২৩১, ২৫৩, ২৭৩, ২৯৫, ২৯৭
ন্যায়বিচার ৪৯
পরিবর্তন ১৬৫, ২৫৬
পরিমিতি ১৯৬
পাগলামি ১৩৮, ১৪১, ১৯১, ১৯৮, ২০৪, ২২৩, ২৩১, ২৭৩, ২৭৫
প্রকৃতি ২১, ৩০, ১০১, ১২৩
প্রতারণা ৫৩, ৫৪, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৮৩, ২১৮, ২৪৩, অ ৩৪

প্রতিভা ৫৯, ১০১
প্রতিষ্ঠা ৩১
প্রবণতা ১৬৫
প্রভাব অ ১৩
প্রশংসা ৩৩, ৫৯, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১৯২, ২০৫, ২৩৩, ২৮৩, অ ১৪, অ ১৭, অ ৩৩
প্রেম, ভালবাসা ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৮৫, ৮৯, ১১৫, ১১৬, ১৭০, ১৮২, ২০০, ২০৯, ২৩১, ২৩৫, ২৩৬, ২৪১, ২৪৪, ২৫২, ২৬০, ২৬৫, ২৭৬, ২৭৭, ৩০০, ৩০২, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, অ ২৭—৩০
প্রেমিকসুলভ আচরণ ৬১, ২৬৫
বই অ ৩১
বন্ধুত্ব ৫২, ২৪৬, ২৬৯, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯, ৩০৬, অ ২৬, অ ৩৬
বাগ্মিতা ১৬২, ১৬৩
বার্ধক্য ৬৭, ১৪১,২৬৭,২৭৮,২৯৩
বিচক্ষণতা ৮৬, ৯৬, ১৩৮, ১৪১, ২২৮, অ ২১, অ ২৪, অ ২৮
বিচার, বিচারশক্তি ৫৫, ১৪২, ২৯৭
বিনয় ১৬৭, অ ১৮, অ ২০
বিরক্তি ১৫৫, ১৯৩, ৩২২, অ ১৬
বিশ্বাসঘাতকতা ৬৯, ৭৫, ৮১
(প্রেমে) ১১৫
বিবাহ ৬৮
ব্যভিচার ১১৫, ১১৮
বীরত্ব ১, ১৪৩
ভঙ্গি, ভান ১৬৮, ১৮৩, অ ২২
ভাগ্য ২৭, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৬, ১০১, ১০২, ১৩৮, ১৪২, ১৪৭, ১৯৭, ২২৫, ২৪৯, ২৫৭, ২৮৫
ভালত্ব ১৮১, ৩১০
ভুল ২৭৭
মন, মননশীলতা ৬২, ৬৩, ৬৭, ১৬৯, ১৭৪, ২২৪, ২৩৪, ২৪৫, ২৮২, ২৯৫
মহত্ত্ব ৩২, ১০৭, ১৪০, ১৫১, ২৮৪
মহানুভবতা ১৬১
মানসিকতা, মর্জি, মেজাজ ২৭, ৩৬, ১৮৫, ২৭৩, ২৮৫
মৃত্যু ১৪, ১৫
যুক্তি ২৬, ১০২, ১৫৪, ১৭৭, ২২৩, ৩০৩, ৩০৪
রুক্ষতা ৮৩, ২৪২
রুচি ১৬৫, ২৪৮, ২৫৬, ৩০৩
লজ্জা ২৬৮, ২৯৪
শত্রু ৫১, ৬৯, ২৬১, ২৯৯, অ ১
শরীর ৪০, ১৬৯, ৩১৩, অ ২৪
শাসন ৯৯
শ্রদ্ধা ১৮৮
সতর্কতা ৩৯

সততা ১১৩, ২৫৩
সতীত্ব ১৩৬, ২৩৯, অ ৩০
সত্য ৩৮, অ ৫
সমাজ ৫৪
সাবলীলতা ২৪২, ২৮২
সুখ ও সৌভাগ্য ২৮, ২৯, ৩৬, ১৪২, ৩০৯, অ ২২, অ ২৫, অ ৩২
সৌন্দর্য ১৩৫, ৩০৭, ৩১৭
স্বার্থ, স্বার্থান্বেষিতা ২৩, ২৪, ৫২, ১১৪, ১২২, ১৫২, ১৫৯, ১৬৬, ১৯৪, ২৫৬
স্মৃতিশক্তি ৫৫, ২১০
হাস্যকর ৮৭, ১০৮, ১৯৯, ২৬৭, ২৭৭
হৃদয় ৭, ৬০, ৬২, ৬৩, ২২৪

অ = অপ্রকাশিত মাক্সিম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org